International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-II, Issue-II, September 2015, Page No. 42-58
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

সাধারণ ভবিষ্যৎ : বাংলা ব্যাকরণে ও বাস্তব জীবনে

Dr. Goutam Kumar Nag
Associate Professor (French) & H.O.D, Dept of Foreign Languages, University of Burdwan, Burdwan, West Bengal

Abstract

The present paper is a linguistic analysis of the simple future tense (sādhāran bhabishyat) according to the traditional nomenclature) in Bengali. The study of tense forms in traditional Bengali grammar has mainly been confined to the morphological level. The semantic significance of different tense forms have never been studied in a systematic way. There is a great discrepancy in the tense system as has been defined in traditional Bengali grammar and as it functions in real life. We have chosen one tense form viz. simple future (sādhāran bhabishyat) to highlight this discrepancy. In this study we have demonstrated different uses of this tense form which have been ignored by traditional grammarians. We have illustrated the temporal and the modal uses, and the future and non-future uses in the sub category of the temporal uses of this verbal form. We have tried to explain the significance of all the uses and bring out the unifying factor.

Key Words: Traditional grammar,Tense, Future, Temporal Use, Modal Use

সাধারণ ভবিষ্যৎ : বাংলা ব্যাকরণে ও বাস্তব জীবনে

এই নিবন্ধে আমাদের আলোচ্য বাংলা ক্রিয়ার ভবিষ্যৎ কাল বা Future Tense। প্রথমে আমরা দেখে নেব প্রথাগত ব্যাকরণে ক্রিয়ার এই কালের কি ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। আমরা আলোচনার সূত্রপাত করব সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রদত্ত সংজ্ঞা ও উদাহরণ দিয়ে। [১]

যে ক্রিয়া এখনও ঘটে নাই, কিন্তু অচিরাৎ অথবা দূর ভবিষ্যতে ঘটিবে তাহা সাধারণ ভবিষ্যৎ দ্বারা দ্যোতিত হয় ; যথা — আমি এখনই যাইব; আমি আগামী বৎসর যাইব; তুমি কাল তাহাকে টাকা দিবে; শতজন্মেও তাহার মুক্তি হইবে না।

সাধারণ ভবিষ্যতের ইংরাজি প্রতিরূপ বলে Simple Future ক্রিয়ারূপের উল্লেখ করা হয়েছে।[২] বস্তুতঃ পরবর্তীকালে এবং সাম্প্রতিক কালেও প্রকাশিত বিভিন্ন ব্যাকরণগ্রন্থে পূর্বোক্ত সংজ্ঞারই ভিন্নতর ভাষায় পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। উদাহরণবাক্যগুলি পৃথক হলেও সামগ্রিকভাবে পূর্বোক্ত বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে উল্লেখযোগ্য সংযোজন ঘটে নি।

অতীত, বর্তমান ভবিষ্যৎ — কালের এই ত্রিস্তরীয় বিভাজনের কোন সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণে পাওয়া যায় না। আধুনিক ব্যাকরণের দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় ক্রিয়ার কালরূপ (tense form) বিবৃতিমুহূর্তের (moment of speech) পরিপ্রেক্ষিতে ঘটনার অবস্থান নির্দেশ করে। বিবৃতিমুহূর্তের পূর্ববর্তী, সমকালীন ও পরবর্তী পর্বকে যথাক্রমে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ রূপে চিহ্নিত করা হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে উপরোক্ত সংজ্ঞার বিশ্লেষণ করলে সাধারণ ভবিষ্যতের দুটি বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে :

ক) উল্লিখিত ক্রিয়ার অবস্থান বিবৃতিমুহূর্তের পরবর্তী সময়ে, পূর্বে বা সেই মুহূর্তে নয়।
খ) বিবৃতিমুহূর্তের সঙ্গে ক্রিয়ার অনুষ্ঠানমুহূর্তের ব্যবধান সামান্যও হতে পারে আবার দীর্ঘও হতে পারে।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটি নিয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই। কিন্তু আমরা বাস্তবজীবনে এই কালরূপের প্রয়োগের বহু দৃষ্টান্ত পাই যেখানে প্রথম বৈশিষ্ট্যটি রক্ষিত হয় নি। প্রথমে আমরা তেমন কিছু উদাহরণ দেখে নিচ্ছি।

(১) অমিতের কথা বাদ দাও। ওকে ভালো করেই জানি। সবসময় শুধু বড় বড় কথা **বলবে** কিন্তু কাজের বেলায় ও দেখাই **পাওয়া যাবে না।**

(২) ১৭৫৭ সালে ইংরাজদের কাছে সিরাজদৌল্লার পরাজয় ঘটে। ভারতে ইংরাজ শাসনের সেই সূচনা। এরপর বহু সংগ্রাম, বহু শহীদের আত্মবলিদানের মধ্য দিয়ে দেশের স্বাধীনতা **আসবে** প্রায় দুশো বছর পর **— ১৫ই** অগাস্ট, ১৯৪৭।

(৩) — রমেন বোধহয় ব্যাঙ্কে চাকরি করে।

— তা **হবে।**

(৪) এভাবে অজানা, আচেনা সংস্থায় কেউ টাকা রাখে? আমাকে আগে একবার **জিজ্ঞাসা করে নেবে** তো।

উপরোক্ত একটি উদাহরণেও প্রথাগত ব্যাকরণে উল্লিখিত সাধারণ ভবিষ্যতের প্রয়োগের প্রথম শর্তটি পূরণ করা হয় নি। এক নং উদাহরণে উল্লিখিত ঘটনাদুটি ("অমিতের বড় বড় কথা বলা" এবং "তার দেখা না পাওয়া যাওয়া") কেবলমাত্র বিবৃতিমুহূর্তের পরে ঘটবে এমন কথা বলা হয় নি; উক্ত ঘটনাগুলি নিয়মিত ঘটে থাকে। দুই নং উদাহরণের উল্লিখিত ক্রিয়াটির (ভারতের স্বাধীনতা আসা) অবস্থান স্পষ্টতই বিবৃতিমুহূর্তের পূর্বে ; এটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। তিন নং উদাহরণে বর্তমান মুহূর্তের একটি ঘটনা (রমেনের ব্যাঙ্কে চাকরি করা) সম্বন্ধে বক্তা মন্তব্য করছে। চার নং উদাহরণে সাধারণ ভবিষ্যতের ব্যবহার করা হয়েছে এমন একটি ঘটনার জন্য (জিজ্ঞাসা করে নেওয়া) যা অতীতে ঘটা উচিত ছিল কিন্তু ঘটে নি।

এছাড়া আমরা এমন উদাহরণ পাই যেখানে সাধারণ ভবিষ্যতের পরিবর্তে অন্য কালরূপও ব্যবহার করা যেতে পারে।

(৫) পরেশ **না এলে, না আসবে** ।

(৫ক) পরেশ **না এলে, না এল।**

এই জোড়ের গঠক উপাদানগুলি এক, পার্থক্য শুধুমাত্র সমাপিকা ক্রিয়ার কালরূপে। ভিন্ন কালরূপ কিন্তু ক্রিয়ার ভিন্ন কালগত অবস্থান নির্দেশ করছে না ; দুটি ক্ষেত্রেই একটি ঘটনার না ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে (পরেশের আসা)। সেই সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতেই বক্তার দুই ভিন্ন মনোভাবের ইঙ্গিত মিলছে দুই কালরূপের ব্যবহারে। কী সেই অনুভূতিগত তারতম্য, একই সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে দুই কালরূপের প্রয়োগের তাৎপর্য কী, এই দুই কালরূপ প্রয়োগের শর্ত আছে কিনা --- প্রথাগত ব্যাকরণে তার উত্তর মিলবে না।

এই নিবন্ধে আমরা আরও উদাহরণ নেব যেখানে উল্লিখিত ক্রিয়ার অবস্থান ভবিষ্যতে অর্থাৎ বিবৃতিমুহূর্তের পরে নয়, কিন্তু তবু সাধারণ ভবিষ্যতের প্রয়োগ ঘটেছে। আমরা এই আপাত অসঙ্গতির ব্যাখ্যা দেব। সেইসঙ্গে আমরা সেইসব উদাহরণ নেব যেখানে ক্রিয়ার কালগত অবস্থান সম্বন্ধে ধারণার কোন পরিবর্তন না ঘটিয়েও সাধারণ ভবিষ্যতের পরিবর্তে অন্য কালরূপের প্রয়োগ সম্ভব। এইসমস্ত ক্ষেত্রে আমরা সাধারণ ভবিষ্যতের প্রয়োগের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করব এবং এই কালরূপের প্রয়োগের শর্তাবলী নির্দেশ করব।

সাধারণ ভবিষ্যতের প্রয়োগ : কালগত ও ভাবগত

সাধারণ ভবিষ্যতের বিভিন্ন প্রয়োগকে আমরা মূল দুটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করেছি । প্রথমে আমরা এই ক্রিয়ারূপের কালগত (temporal) প্রয়োগের আলোচনা করব, তারপর ভাবগত (modal) প্রয়োগের।

কালগত প্রয়োগ

বিবৃতিমুহূর্তের পরিপ্রেক্ষিতে উল্লিখিত ঘটনার অনুষ্ঠানমুহূর্তের অবস্থান নিবন্ধের এই অংশের আলোচ্য বিষয়। প্রথাগত ব্যাকরণে এই কালরূপের প্রয়োগের যে বিবরণ আমরা পাই, যেখানে দেখা যায় ক্রিয়ার অবস্থান সুস্পষ্টভাবে বিবৃতিপরবর্তী কোন মুহূর্তে এবং নিবন্ধের শুরুতে আমরা যে সমস্ত উদাহরণ বেছে নিয়েছি, যেখানে ক্রিয়ার অবস্থান বিবৃতিপূর্ববর্তী মুহূর্তে অথবা বিবৃতিমুহূর্তে — সাধারণ ভবিষ্যতের এই দ্বিবিধ প্রয়োগের মধ্যে একটা যোগসূত্র নির্দেশ করা আমাদের লক্ষ্য।

নিবন্ধের এই অংশের আলোচনাটিকে তিনটি উপপর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে।

নিয়মিত অনুষ্ঠিত ক্রিয়ার জন্য সাধারণ ভবিষ্যৎ

আমরা জানি ক্রিয়ার নিয়মিত অনুষ্ঠান নির্দেশ করতে সাধারণ বর্তমান ব্যবহৃত হয়। সেই নিয়মেই পরবর্তী তিনটি উদাহরণবাক্যে ওই কালরূপের প্রয়োগ ঘটেছে।

(৬) বিমলবাবু অত্যন্ত পরোপকারী। কারও কোন বিপদ আপদের খবর পেলে উনি সবসময় সবার আগে **ছুটে যান।**

(৭) অমলকে আমার বিরক্তিকর লাগে । সবসময় শুধু নিজের **গুণগান করে।**

(৮) সতীশকাকু আমাদের খুব ভালবাসেন। যখনই কোন কাজে বাইরে **যান** আমাদের জন্য কিছু না কিছু উপহার **নিয়ে আসেন**।

এই বাক্যগুলিতে অর্থান্তর না ঘটিয়ে ক্রিয়াপদের সাধারণ বর্তমানের স্থানে সাধারণ ভবিষ্যতের প্রয়োগ সম্ভব।

(৬ক) বিমলবাবুকে অত্যন্ত পরোপকারী। কারও কোন বিপদ আপদের খবর পেলে উনি সবসময় সবার আগে **ছুটে যাবেন**

(৭ক) অমলকে আমার বিরক্তিকর লাগে । সবসময় শুধু নিজের **গুণগান করবে।**

(৮ক) সতীশকাকু আমাদের খুব ভালবাসেন। যখনই কোন কাজে বাইরে **যাবেন** আমাদের জন্য কিছু না কিছু উপহার **নিয়ে আসবেন।**

পুনর্লিখিত বাক্যগুলিতে ঘটনার অনুষ্ঠানমুহূর্ত সম্বন্ধে কোন ভিন্ন ধারণা হয় না । প্রতিটি উদাহরণেই ঘটনার অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রটি অতীত থেকে ভবিষ্যৎ পর্যন্ত প্রসারিত। ছয় (ক) বাক্যের অর্থ এই নয় যে বিমলবাবু এযাবৎ কারও উপকার করেন নি, বিবৃতিমুহূর্তের পরবর্তী কোন সময় থেকে পরোপকার করা শুরু করবেন। ছয় ও ছয় (ক) দুটি বাক্যেরই তাৎপর্য এই যে বিমলবাবু অতীতেও মানুষের উপকার করেছেন, বর্তমানেও করেন, ভবিষ্যতেও করবেন। পরবর্তী সাত ও সাত (ক) এবং আট ও আট (ক) দুটি জোড় সম্বন্ধেও একই বক্তব্য প্রযোজ্য।

যখন সাধারণ বর্তমান ব্যবহার করা হচ্ছে তখন বক্তার বক্তব্য হচ্ছে যে ঘটনাটি বিবৃতিপূর্ববর্তী পর্বেও ঘটেছে, বিবৃতিমুহূর্তেও ঘটতে পারে, বিবৃতিপরবর্তী পর্বেও ঘটবে। এখানে বলা দরকার যখন এই কালরূপের প্রয়োগ ঘটে তখন বিবৃতিমুহূর্তেও যে ঘটনাটি ঘটছে এমন কথা বলা যায় না। ছয়, সাত ও আট নং বাক্যগুলির তাৎপর্য এই নয় যে বিবৃতিমুহূর্তে বিমলবাবু কারও উপকার করছেন অথবা অমল নিজের গুণগান করছে অথবা সতীশকাকু উপহার নিয়ে আসছেন। বিবৃতিমুহূর্তে উল্লিখিত ঘটনা ঘটছে কিনা সাধারণ বর্তমান কালরূপের প্রয়োগ থেকে সেই বিষয়ে কিছু বলা যায় না। সেইজন্য উল্লিখিত পরিস্থিতি সম্বন্ধে ভাষাতিরিক্ত জ্ঞান (extra-linguistic knowledge) আবশ্যক। শুধুমাত্র ক্রিয়ার কালরূপ থেকে আমরা এইটুকু বলতে পারি যে বিবৃতিমুহূর্তে বিদ্যমান কোন আধারে কোন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অস্তিত্ব নির্দেশ করা হচ্ছে। প্রথমোক্ত তিনটি বাক্য থেকে আমরা দুটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি। প্রথমতঃ বিমলবাবু, অমল ও সতীশকাকু বিবৃতিমুহূর্তে জীবিত।তা যদি না হত সাধারণ বর্তমানের স্থানে নিত্যবৃত্ত অতীত (ছুটে যেতেন, গুণগান করত, বাইরে যেতেন... নিয়ে আসতেন) ব্যবহৃত হত। দ্বিতীয়ত উক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যথাক্রমে "পরোপকার করা", "আত্মপ্রশংসা করা", "আপনজনদের জন্য উপহার আনা" এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি বিবৃতিমুহূর্তে বিদ্যমান। সেই মুহূর্তে তারা উক্ত ঘটনাগুলি ঘটাচ্ছেন এমন হতেও পারে বা নাও পারে, কিন্তু তাঁরা তেমন ঘটনা ঘটাতে সক্ষম।

এই সমস্ত ক্ষেত্রে সাধারণ বর্তমানের স্থানে সাধারণ ভবিষ্যৎ প্রয়োগ করে বক্তা বোঝাতে চাইছে যে যেহেতু অতীতে ও বর্তমানে অর্থাৎ বিবৃতিমুহূর্ত পর্যন্ত কোন ঘটনা নিয়মিতভাবে ঘটেছে, ভবিষ্যতে বা বিবৃতিমুহূর্তের পরেও সেই ঘটনা তেমনি নিয়মিতভাবেই ঘটবে। অন্যভাবে বলা চলে উল্লিখিত আধারে বিবৃতিমুহূর্তে যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান (উপরোক্ত উদাহরণগুলিতে বিমলবাবুর পরোপকারপ্রবৃত্তি, অমলের আত্মপ্রশংসার মানসিকতা, সতীশকাকুর সকলের জন্য উপহার আনার প্রবণতা) মনে করা যায় সেই বৈশিষ্ট্যটি বিবৃতপরবর্তী মুহূর্তগুলিতেও অক্ষুণ্ন থাকবে। এক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ কেবল ঘটনার বিবৃতিমুহূর্তপরবর্তী অবস্থান নির্দেশ করে না প্রাক-ভবিষ্যৎ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ইঙ্গিত দেয়।

ঐতিহাসিক ও আখ্যানমূলক ভবিষ্যৎ

ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বিবরণ দিতে অতীতের কালরূপের প্রয়োগই প্রত্যাশিত। কিন্তু ঘটনার অবস্থান বিবৃতিমুহূর্তের বহু পূর্বে হওয়া সত্ত্বেও বিবরণীতে ক্রিয়াপদের বর্তমানের কালরূপের ব্যবহার বহুল প্রচলিত। প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণেও

বর্তমানের এই প্রয়োগকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ব্যাকরণের প্রাথমিক পাঠ যার আছে তিনিও "ঐতিহাসিক বর্তমান" বা "Historical Present" নামগুলির সঙ্গে পরিচিত। কিন্তু প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণে বলা হয় নি যে ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ দিতে ভবিষ্যৎ কালরূপের ব্যবহারও হতে পারে ।

(৯) ফ্রান্সে ষোড়শ লুইয়ের রাজত্বকাল। সাধারণ মানুষ নিদারুণ অনটনে দিন কাটাচ্ছে। তাদের উপর ক্রমাগত করের বোঝা চাপানো হচ্ছে। অন্যদিকে মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী কিছু মানুষ বিপুল বৈভবে স্ফীত হয়ে উঠছে। বিলাসব্যাসনে তাদের দিন কাটছে। একদিকে ক্রমবর্ধমান সামাজিক বৈষম্য অপরদিকে সম্রাট নির্বিকার। জনতার মধ্যে অসন্তোষ ক্রমশঃ ধূমায়িত হচ্ছে। অবশেষে একদিন সেই পুঞ্জীভূত ক্রোধের বিস্ফোরণ **ঘটবে**। ১৪ই জুলাই ক্ষুব্ধ জনতা প্যারিসের রাজপথে **নেমে আসবে**। বাস্তিল দুর্গ ধ্বংস করে তারা রাজবন্দীদের **মুক্ত করবে।** স্বৈরতন্ত্রের প্রতীক বাস্তিল দুর্গের পতন ফরাসি বিপ্লবের সূচনা। এরপর স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্বের বাণী সর্বত্র **ছড়িয়ে পড়বে**।

(১০) চিকিৎসার জন্য রবীন্দ্রনাথকে শান্তিনিকেতন থেকে জোড়াসাঁকোয় নিয়ে আসা হয় ২৫শে জুলাই,১৯৪১। তখন কেউ ভাবতে পারেন নি এই হবে শান্তিনিকেতন থেকে তাঁর শেষ যাত্রা। তাঁর ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা ছিল শান্তিনিকেতনের শান্ত, নিস্তব্ধ পরিবেশেই যেন তাঁর জীবনাবসান হয়। তাঁর সেই শেষ ইচ্ছা **পূরণ হবে না।** কলকাতার জনতার উন্মত্ত কোলাহল আর জয়ধ্বনির মধ্য দিয়ে তাঁর মহাপ্রস্থান যাত্রা **অনুষ্ঠিত হবে।**

অতীতের ঘটনার জন্য যখন কোন অনতীত (non-past) কালরূপ ব্যবহার করা হয়, তখন বলাই বাহুল্য ক্রিয়ার বাস্তব কালগত অবস্থান নির্দেশ করা বক্তার উদ্দেশ্য নয়, তার লক্ষ্য শ্রোতার মনে ঘটনা সম্বন্ধে ভিন্নতর অনুভূতি সৃষ্টি করা। আমরা জানি ঐতিহাসিক বর্তমানের প্রয়োগের উদ্দেশ্য ইতিহাসের সেই অধ্যায়ে কল্পপ্রত্যাবর্তন ঘটিয়ে শ্রোতা বা পাঠকের মনে প্রত্যক্ষদর্শনের অনুভূতি সঞ্চার করা। এক্ষেত্রে কালের অক্ষরেখায় নির্ণায়কবিন্দু (point of reference) বিবৃতিমুহূর্ত নয় ,এই নির্ণায়কবিন্দু এক কল্পবিবৃতিমুহূর্ত — বিবৃতিপূর্ববর্তী এক মুহূর্ত। বর্তমান কালরূপের দ্বারা চিহ্নিত ঘটনাকে এই নূতন নির্ণায়কবিন্দুর সমকালীন রূপে উপস্থাপন করা হয়। যেমন নয় নং উদাহরণে শ্রোতা বা পাঠক ষোশ লুইয়ের শাসানাধীন প্রাক বৈপ্লবিক ফ্রান্সে উপনীত হয়ে তৎকালীন ঘটনাবলীর সাক্ষী হয়ে ওঠেন; সেইসব ঘটনাবলী এই বিবরণে ঘটমান বর্তমানের দ্বারা চিহ্নিত হয়েছে— যেমন সাধারণ মানুষের দুর্দশা, তাদের উপর কর চাপানো, সুবিধাভোগী মানুষদের বিলাসবহুল জীবনযাপন প্রভৃতি। এরপর যখন অতীতের ঘটনার জন্য ভবিষ্যতের কালরূপ ব্যবহৃত হয় তখন তা নূতন নির্ণায়কবিন্দুর সমকালীন নয়, পরবর্তী ঘটনারূপে প্রতীয়মান হয় — যেমন জনতার ক্রোধের বিস্ফোরণ ঘটা, প্যারিসের রাজপথে নেমে আসা, রাজবন্দীদের মুক্ত করা প্রভৃতি। কল্প অবস্থানে স্থিত শ্রোতা /পাঠকের দৃষ্টিতে উল্লিখিত ঘটনাগুলিকে আসন্ন ঘটনারূপে উপস্থাপন করা হয়েছে। তিনি এইসব ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী থাকেন না, এইসব ঘটনার প্রতীক্ষা করেন। যে ঘটনা বাস্তবে ইতিপূর্বে ঘটে গেছে, ভাবনায় তার অনুষ্ঠানমুহূর্তকে বিলম্বিত করে একই সঙ্গে অনিবার্যতার অনুভূতি সঞ্চার করা হয়। শ্রোতা/পাঠক নিজেকে ঘটনার সাক্ষী বলে অনুভব না করলেও, ঘটনাটি তাঁর দৃষ্টিতে পূর্বনির্ধারিতরূপে প্রতীয়মান হয়।

এই ঐতিহাসিক ভবিষ্যতের প্রয়োগের একটি শর্ত আছে। একক ঘটনার বিবরণ দিতে এই কালরূপের প্রয়োগ ঘটতে পারে না। ঐতিহাসিক বর্তমানের সঙ্গে ঐতিহাসিক ভবিষ্যতের পার্থক্য এখানেই। নিম্নোক্ত উদাহরণগুলি একক বাক্যরূপেও ব্যাকরণগত শুদ্ধ এবং সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য।

(১১) রবীন্দ্রনাথ ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার **পান।**

(১২) ১৮৯৮ সালে পিয়ের ক্যুরি ও মারী ক্যুরি রেডিয়াম **আবিষ্কার করেন।**

(১৩) ১৯৪৫ সালের ৬ই অগাস্ট হিরোসিমায় পারমাণবিক বোমা **ফেলা হয় ।**

(১৪) গ্রাহাম বেল টেলিফোন **আবিষ্কার করেন।**

(১৫) টিপু সুলতান ফরাসি বিপ্লবী সংগঠন জ্যাকোবিনের সদস্য **হন।**

(১৬) আল বারায়ুনী রামায়ণ ফার্সিতে **অনুবাদ করেন ।**

উপরোক্ত উদাহরণগুলির প্রথম তিনটিতে যদি সাধারণ বর্তমানের স্থানে সাধারণ ভবিষ্যৎ ব্যবহার করা হয় তবে বাক্যগুলি ব্যাকরণগতভাবে অশুদ্ধ হবে।

(১১ক) * রবীন্দ্রনাথ ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার **পাবেন।**

(১২ক) * ১৮৯৮ সালে পিয়ের ক্যুরি ও মারী ক্যুরি রেডিয়াম **আবিষ্কার করবেন।**

(১৩ক) * ১৯৪৫ সালের ৬ই অগাস্ট হিরোসিমায় পারমাণবিক বোমা **ফেলা হবে ।**

এই উদাহরণগুলিতে সালতারিখের উল্লেখ আছে। অতীতকালদ্যোতক শব্দ বা শব্দগুচ্ছের সঙ্গে সাধারণ ভবিষ্যতের ব্যবহার ব্যাকরণসম্মত নয়।

অন্যদিকে পরের তিনটি উদাহরণে অতীতকালনির্দেশক শব্দ না থাকায় সাধারণ বর্তমানের স্থানে সাধারণ ভবিষ্যৎ প্রয়োগ করলে পুনর্লিখিত বাক্যটি ব্যাকরণগতভাবে অশুদ্ধ হবে না কিন্তু অর্থান্তর ঘটবে। পুনর্লিখিত বাক্যগুলি শ্রোতা বা পাঠকের দৃষ্টিতে আর ঐতিহাসিক ঘটনারূপে প্রতীয়মান হবে না, বিবৃতিমুহূর্তপরবর্তী ঘটনারূপেই প্রতীয়মান হবে।

অতীত ঘটনার জন্য সাধারণ ভবিষ্যতের ঐচ্ছিক প্রয়োগের আরও একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে। ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বিবরণ দেওয়ার মত, কোন চলচ্চিত্র দেখে এসে তার কাহিনিটি বিবৃত করতেও বক্তা অতীতের কালরূপের পরিবর্তে ভবিষ্যতের কালরূপ প্রয়োগ করতে পারে। ধরা যাক বক্তা শ্রোতাকে "গুপী গাইন বাঘা বাইন" সিনেমার গল্প শোনাচ্ছে ; সে বলতে পারে

(১৭) গ্রামের লোক অতিষ্ঠ হয়ে গুপিকে গাধার পিঠে চাপিয়ে গ্রাম থেকে বার করে দিল। যেতে যেতে গুপি গভীর বনে ঢুকে পড়ল। এইখানে বাঘা বাইনের সঙ্গে ওর **দেখা হবে**। এরপর ওরা একসঙ্গে **গানবাজনা করবে।** শুনে ভূতের রাজা **মুগ্ধ হয়ে যাবে।** এরপর গুপী বাঘাকে সে তিন বর **দেবে ।**

এই উদাহরণে ব্যবহৃত সাধারণ ভবিষ্যৎকে আমরা "আখ্যানমূলক ভবিষ্যৎ" অভিধায় চিহ্নিত করব। "ঐতিহাসিক ভবিষ্যতের" সঙ্গে "আখ্যানমূলক ভবিষ্যতের" পার্থক্য শুধুমাত্র এই যে প্রথম ক্ষেত্রে উল্লিখিত ঘটনাগুলির স্থান বাস্তব অতীতে ; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সেগুলি কাহিনি বা কল্পিত অতীতের অন্তর্গত। (অবশ্য দ্বিতীয় ক্ষেত্রেও ঘটনাগুলি বাস্তব অতীতের হতে পারে ; যেমন চলচ্চিত্রটি যদি কোন ঐতিহাসিক কাহিনি হয়।তবে সেক্ষেত্রে চলচ্চিত্রকারের ব্যক্তিগত কল্পনার ভূমিকা থাকবেই)। উভয় ক্ষেত্রেই সাধারণ ভবিষ্যতের এই আলঙ্কারিক প্রয়োগের ভিত্তি একই—অতীতে স্থাপিত কল্পবিবৃতিমুহূর্তের পরিপ্রেক্ষিতে ঘটনার উত্তরকালীন অবস্থান নির্দেশ করা। বক্তা তার জ্ঞাত ঘটনাবলীর সম্বন্ধে শ্রোতার মধ্যে প্রতীক্ষার অনুভূতি জাগিয়ে তোলে।

অনুমাননির্ভর সিদ্ধান্ত

বক্তা যখন বর্তমান বা অতীতে অনুষ্ঠিত ঘটনা বা বিদ্যমান অবস্থার (state) প্রত্যক্ষদর্শী নয়, কিন্তু অনুমানের উপর নির্ভর করে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তখন তার বক্তব্য জানাতে সে সাধারণ ভবিষ্যৎ প্রয়োগ করে। প্রথমে বর্তমানের ঘটনার উদাহরণ নেওয়া যাক।

(১৮) কেউ কলিংবেল বাজালো, কাজের মাসি **হবে।**

(১৯) এই বইটা খুব দামী **হবে**।

উপরোক্ত উদাহরণগুলির কোনটিতেই বিবৃতিপরবর্তী কোন মুহূর্তে ঘটনার অনুষ্ঠান নির্দেশ করা হচ্ছে না। আঠার নং উদাহরণে দেখা যাচ্ছে কলিংবেল বেজেছে সুতরাং নিশ্চিতভাবে বলা যায় দরজায় কেউ দাঁড়িয়ে আছে। পরবর্তী উদাহরণে বইটির দাম নির্ধারিত হয়ে আছে ; এমন কথা বলা হচ্ছে না যে ভবিষ্যতে বইটির দাম বেড়ে যাবে। বক্তা জানে না দরজায় কে দাঁড়িয়ে অথবা বইটার দাম কত। অনুমানের উপর ভিত্তি করে সে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে যে আগন্তুক গৃহের পরিচারিকা, অথবা বইটি খুব দামী। বক্তা শুধু একটি সম্ভাবনার কথা বলছে, সে নিজে মনে করে না যে তার বক্তব্য বিতর্কাতীত। যদি সে নিজের বক্তব্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হত, যদি সে আর অন্য কোন সম্ভাবনা স্বীকার না করত তাহলে সে সাধারণ ভবিষ্যৎ ব্যবহার করত না। সেই ক্ষেত্রে সে নিশ্চয়তাসূচক শব্দযোগে ক্রিয়াবিহীন বাক্য ব্যবহার করত ।

(১৮ক) কেউ কলিংবেল বাজালো, নিশ্চয় কাজের মাসি।

(১৯ক) এই বইটা নিশ্চয় খুব দামী ।

এক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ কালরূপের প্রয়োগের তাৎপর্য এই যে বর্তমানে বা বিবৃতিমুহূর্ত পর্যন্ত বক্তার কাছে যথেষ্ঠ তথ্যপ্রমাণ নেই যার ভিত্তিতে সে বলতে পারে যে তার সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ সঠিক। আগন্তুক সত্যি সত্যি পরিচারিকা কিনা তা জানতে হলে দরজা খুলতে হবে ; বইটা সত্যিই দামী কিনা জানতে হলে বইটা খুলে দাম দেখে নিতে হবে। দুটি ক্ষেত্রেই একমাত্র ভবিষ্যতে বা বিবৃতিমুহূর্তের পরই বক্তা নিজের বক্তব্যের সত্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারে।

পরের উদাহরণে উল্লিখিত ঘটনাটি অতীতে ঘটে গেছে।

(২০) — এ কী ! দুধের বোতল মেঝেয় পড়ে রয়েছে!
—বিড়াল **হবে**।
(২১) —সুমিত এত ভালো গায় , নিশ্চয় আগে কখনও গান শিখেছে।
— তা **হবে**।

কুড়ি নং উদাহরণে পূর্ববর্তী ঘটনার (দুধের বোতল পড়ে যাওয়া) পরিপ্রেক্ষিতে বক্তা তার মতামত জানাচ্ছে। দুধের বোতল মেঝেয় পড়ে থাকতে দেখে তার সিদ্ধান্ত বিড়াল এসেছিল। পরের উদাহরণে বক্তা অতীতে সুমিতের গান শেখার সম্ভাবনা স্বীকার করে নিচ্ছে। আঠার ও ঊনিশ নং উদাহরণে সাধারণ ভবিষ্যতের প্রয়োগের যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছিল তা এই দুটি উদাহরণবাক্য সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। বিবৃতিমুহূর্তের পূর্বে বিড়াল এসেছিল কিনা, সুমিত গান শিখেছিল কিনা তা নিশ্চিতভাবে বলার মত যথেষ্ঠ প্রমাণ বিবৃতিমুহূর্ত পর্যন্ত বক্তার কাছে নেই। সে শুধু সম্ভাবনাই ব্যক্ত করছে। শুধুমাত্র বিবৃতিপরবর্তী কোন মুহূর্তেই বক্তব্যের যথার্থতা প্রমাণিত হতে পারে।

লক্ষণীয় ভবিষ্যৎ কালরূপের এই প্রয়োগ কেবলমাত্র “হওয়া” ক্রিয়ার সঙ্গেই সম্ভব। আঠার ও কুড়ি নং উদাহরণগুলির পুনর্লিখন করে আমরা বলতে পারি

(১৮ক) কাজের মাসি এসেছে।
(২০ক) বিড়াল ঢুকেছিল।

কিন্তু কখনই “আসা” বা “ঢোকা” ক্রিয়ার সাধারণ ভবিষ্যতের প্রয়োগ সম্ভব নয়। উল্লিখিত পরিস্থিতিতে আমরা কখনই বলতে পারি না

(১৮খ) কাজের মাসি আসবে।
(২০খ) বিড়াল ঢুকবে।

এই অংশের উদাহরনগুলিতে সাধারণ ভবিষ্যৎ ঘটনার অনুষ্ঠানমুহূর্ত নির্দেশ করছে না, নির্দেশ করছে ঘটনার সত্যতা যাচাইয়ের মুহূর্তটি। প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই মুহূর্তটির অবস্থান কালের অক্ষরেখায় বিবৃতিমুহূর্তের পরে।

কালগত প্রয়োগের ঐক্য

নিবন্ধের এই অংশে প্রথাগত ব্যাকরণে সাধারণ ভবিষ্যতের অনালোচিত কিছু প্রয়োগ আমরা দেখলাম। এই সমস্ত প্রয়োগ এবং প্রথাগত ব্যাকরণে উল্লিখিত প্রয়োগের মধ্যে একটা অন্তর্লীন ঐক্য দেখা যায় : নির্ণায়কমুহূর্তের (moment of reference) পরিপ্রেক্ষিতে উত্তরকালীনতা (posteriority)। এই নির্ণায়কমুহূর্তটি সাধারণভাবে বিবৃতিমুহূর্ত। সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ না করলেও প্রথাগত বৈয়াকরণরা বিবৃতিমুহূর্তকে নির্ণায়কমুহূর্ত ধরে নিয়েই তাঁদের আলোচনায় অগ্রসর হয়েছেন। সাধারণভাবে বিবৃতিমুহূর্ত হলেও, নির্ণায়কমুহূর্তটি বিবৃতিপূর্ববর্তী কোন মুহূর্ত হতে পারে। সাধারণ ভবিষ্যৎ সেই কল্পবিবৃতিমুহূর্তের পরিপ্রেক্ষিতেও উত্তরকালীনতা নির্দেশ করতে পারে যেমন আমরা দেখেছি ঐতিহাসিক ও আখ্যানমূলক ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে। আমরা আরও দেখেছি এই কালরূপের প্রয়োগের একটি শর্ত প্রথাগত ব্যাকরণে আরোপ করা হয়েছে ; আমরা দেখেছি সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই কালরূপের আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন “যে ক্রিয়া এখনও ঘটে নাই ...” ।কিন্তু আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি এই শর্তটি এই কালরূপের প্রয়োগের পক্ষে অপরিহার্য নয়। উল্লিখিত ঘটনা বিবৃতিমুহূর্তে এবং তার পূর্ববর্তী পর্বে ঘটতে পারে, কিন্তু তার অনুষ্ঠানক্ষেত্রটি বিবৃতিমুহূর্তের পরবর্তী পর্ব পর্যন্ত প্রসারিত হতে হবে। সবশেষে আমরা দেখেছি শুধু ঘটনার অনুষ্ঠানমুহূর্তই নয়, তার সত্যতা যাচাইয়ের মুহূর্তটির অবস্থান বিবৃতিমুহূর্তের পরবর্তী পর্বে হলেও এই কালরূপের প্রয়োগ হতে পারে।

ভাবগত প্রয়োগ

নিবন্ধের পরবর্তী অংশে আমরা যে সমস্ত উদাহরণে আমরা বেছে নিয়েছি সেখানে সাধারণ ভবিষ্যৎ উল্লিখিত ক্রিয়ার কালগত অবস্থান নির্দেশ করছে না। এই ক্রিয়ারূপের মধ্য দিয়ে উল্লিখিত ঘটনাটি সম্বন্ধে বক্তার মনোভাব অভিব্যক্ত হচ্ছে — যেমন বক্তার ইচ্ছা বা অনিচ্ছা, তার প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি। ঘটনার অবস্থান বিবৃতিমুহূর্তের পরে হতে পারে, পূর্বে বা সেই মুহূর্তেও হতে পারে, কিন্তু কালগত অবস্থানের প্রশ্নটি অপ্রাসঙ্গিক, বক্তার দৃষ্টিভঙ্গী এখানে আলোচ্য।

এই অংশের আলোচনাটিকে আমরা পাঁচটি উপপর্যায়ে বিভক্ত করেছি।

অনুজ্ঞাদ্যোতক সাধারণ ভবিষ্যৎ

আদেশ বা অনুরোধ করতে মধ্যমপুরুষে সাধারণ ভবিষ্যতের প্রয়োগ ঘটে থাকে।

(২২) রোজ সকালে উঠে **ব্যায়াম করবি ।**

(২৩) বইটা মনে করে কমলকে **দিয়ে দেবে ।**

(২৪) সময় পেলেই আমাদের বাড়ি **চলে আসবেন**।

এই বাক্যগুলিতে উল্লিখিত ঘটনাগুলির কালগত অবস্থান নির্দেশ করা বক্তার উদ্দেশ্য নয়। যদি ঘটে ঘটনাগুলি বিবৃতিমুহূর্তের পরেই ঘটবে, কিন্তু এক্ষেত্রে বক্তার ইচ্ছাই প্রাধান্য পাচ্ছে। শ্রোতা তার ইচ্ছা পূরণ করুক, বক্তার এই ভাবনাই প্রকাশিত হয়েছে। মধ্যমপুরুষে সাধারণ ভবিষ্যতের কালরূপযুক্ত বাক্যের মাধ্যমে আদেশ অথবা অনুরোধ দুইই ব্যক্ত করা সম্ভব। চব্বিশ নং উদাহরণবাক্যটির আদেশ হওয়ার সম্ভাবনা নেই কিন্তু পূর্ববর্তী দুটি বাক্যের ক্ষেত্রে দুটি সম্ভাবনাই থাকছেই।

মনে রাখতে হবে সাধারণ ভবিষ্যতের এই প্রয়োগের জন্য মধ্যমপুরুষের উপস্থিতি একটি আবশ্যিক শর্ত হলেও, যথেষ্ঠ নয়। দুটি উদাহরণ নেওয়া যাক।

(২৫) তুমি পরীক্ষায় খুব ভালো **রেজাল্ট করবে** ।

(২৬) এত পরিশ্রম করছিস, তুই তো কঠিন অসুখে **পড়ে যাবি**।

কোনক্ষেত্রেই বক্তা শ্রোতাকে অনুরোধ বা আদেশ করছে না। দুটি ক্ষেত্রেই পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি বিচার করে সে সিদ্ধান্তে আসছে যে বিবৃতিপরবর্তী কোন মুহূর্তে উল্লিখিত ঘটনাটি ঘটবে। প্রথম ক্ষেত্রে উদাহরণবাক্যে উল্লিখিত না থাকলেও অনুমান করা যায় যে শ্রোতা পরীক্ষার জন্য খুব ভালোভাবে প্রস্তুতি নিয়েছে, সুতরাং বক্তা মনে করে সে খুব ভালো ফল করবে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এমন অনুরোধ বা আদেশ করার প্রশ্নই ওঠে না, বক্তার আশঙ্কার কারণ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। দুটি ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে বক্তার ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন গুরুত্ব নেই, ঘটনার কালগত অবস্থান নির্দেশ করাই তার উদ্দেশ্য। সাধারণ ভবিষ্যৎ এখানে অনুজ্ঞার প্রতিরূপ নয়।

মধ্যমপুরুষে ব্যবহৃত ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞাদ্যোতক কিনা তা নির্ণয় করার উপায় হল সাধারণ ভবিষ্যতের স্থানে ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার বিকল্প প্রয়োগ। যদি দেখা যায় এই বিকল্প প্রয়োগেও পুনর্লিখিত রূপটি গ্রহণযোগ্য থাকছে তখন বলা যেতে পারে সেইক্ষেত্রে সাধারণ ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞাদ্যোতক। যেমন পূর্বোক্ত দুটি উদাহরণবাক্যে যদি ভবিষ্যতের স্থানে ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা ব্যবহার করা যায়।

(২৫ক) তুমি পরীক্ষায় খুব ভালো **রেজাল্ট কোর** ।

(২৬ক) তুই কঠিন অসুখে **পড়ে যাস**।

তাহলে বাক্যগুলি ব্যাকরণগতভাবে অশুদ্ধ না হলেও গ্রহণযোগ্য থাকে না। কারো কাছে ভালো ফল প্রত্যাশিত হলে তাকে বলা যেতে পারে “তোমাকে খুব ভালো রেজাল্ট করতে হবে”, তার বদলে সরাসরি অনুজ্ঞার প্রয়োগ করলে বাক্যটি আড়ষ্ট শোনায়। ছাব্বিশ (ক) উদাহরণবাক্য সম্বন্ধে বলা যায় ক্রিয়ার এমন রূপ ব্যবহার করা যেতে পারে শুধুমাত্র অভিশাপ দিতে গেলেই। অন্যদিকে এই অংশের প্রথম দুটি উদাহরণবাক্যে সাধারণ ভবিষ্যতের স্থানে স্বচ্ছন্দে ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার ব্যবহার করা যেতে পারে।

(২২ক) রোজ সকালে উঠে **ব্যায়াম করিস ।**

(২৩ক) বইটা মনে করে কমলকে **দিয়ে দিও।**

যেহেতু ‘আপনি’ যোগে সাধারণ ভবিষ্যৎ ও ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার ক্রিয়ারূপটি একই হয় তাই চব্বিশ নং বাক্যটির পুনর্লিখনের প্রয়োজন নেই।

এবার প্রশ্ন হল এই অনুজ্ঞাদ্যোতক সাধারণ ভবিষ্যৎ কি ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার সমার্থক ? আদেশ বা অনুরোধ করতে কি বক্তা তার ইচ্ছানুযায়ী যে কোন একটি ব্যবহার করতে পারে? আমরা যদি বাইশ – বাইশ (ক), তেইশ-তেইশ (ক) জোড়গুলিকে

দেখি তাহলে দুই ক্রিয়ারূপের মধ্যে তেমন কোন অর্থপার্থক্য চোখে পড়ে না। আমরা এই বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আরো কিছু উদাহরণবাক্য নেব এবং সাধারণ ভবিষ্যতের স্থানে ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার প্রয়োগ করব।

(২৭) এব্যাপারে আমার কিছু বলার নেই ; তোর যা ভালো মনে হয় তাই **করবি।**

(২৭ক) এব্যাপারে আমার কিছু বলার নেই ; তোর যা ভালো মনে হয় তাই **করিস।**

(২৮) একদিন তোমার অফিসের বন্ধুদের বাড়িতে আসতে **বলবে** ।

(২৮ক) একদিন তোমার অফিসের বন্ধুদের বাড়িতে আসতে **বোল** ।

(২৯) দার্জিলিঙে তোলা ছবিগুলো পরে একবার **দেখাবি** ।

(২৯ক) দার্জিলিঙে তোলা ছবিগুলো পরে একবার **দেখাস** ।

উপরোক্ত উদাহরণবাক্যগুলিতে সাধারণ ভবিষ্যৎ ও ভবিষ্যতের মধ্যে কার্যত কোন পার্থক্যই পরিলক্ষিত হয় না। এমন বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় যেখানে দুটি কালরূপকে একে অন্যের প্রতিরূপ বলেই ধরে নেওয়া চলে। কিন্তু কোন কোন পরিস্থিতিতে দুটি কালরূপের মধ্যে একটির প্রয়োগ অধিকতর কাম্য মনে হয়। ধরা যাক কাউকে কোন আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। বলা যেতে পারে :

(৩০) আজ রাতে তুমি আমাদের সঙ্গে **খাবে**।

(৩১) কাল তুই আমাদের সঙ্গে পিকনিকে **যাবি**।

দুটি ক্ষেত্রেই সাধারণ ভবিষ্যতের পরিবর্তে ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার প্রয়োগ করা যেতে পারে।

(৩০ক) আজ রাতে তুমি আমাদের সঙ্গে **খেও**।

(৩১ক) কাল তুই আমাদের সঙ্গে পিকনিকে **যাস**।

তিরিশ (ক) ও একত্রিশ (ক) নং উদাহরণবাক্যদুটি সম্পূর্ণ ব্যাকরণসম্মত হলেও উল্লিখিত পরিস্থিতিতে বিসদৃশ। এখানেই সাধারণ ভবিষ্যৎ ও ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার মধ্যে একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য চোখে পড়ে। তিরিশ ও একত্রিশ নং উদাহরণদুটিতে বক্তা নিজের মনোগত ইচ্ছা ব্যক্ত করছে ঠিকই কিন্তু সাধারণ ভবিষ্যৎ যেহেতু ভাবগত বিচারে নির্দেশাত্মক (Indicative) শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত তাই এই ক্রিয়ারূপের মাধ্যমে বক্তা উল্লিখিত ক্রিয়াটিকে তার নিজের ইচ্ছার প্রতিফলন বলে না দেখে তাকে ভবিষ্যতের ঘটনাবলীর অন্তর্গত বলে দেখছে। শ্রোতার বক্তার সঙ্গে নৈশভোজ, পিকনিকে যাওয়া ঘটনাগুলি যেন বিবৃতিমুহূর্তের পরবর্তী পর্বের ঘটনাক্রমের অঙ্গ। এখানে শ্রোতার ইচ্ছা অনিচ্ছা বিবেচনায় আনা হচ্ছে না। অন্যদিকে ভবিষ্যত অনুজ্ঞার প্রয়োগের মাধ্যমে বক্তা বোঝাতে চাইছে যে পরিস্থিতি তার নিয়ন্ত্রণে নয়, তার ইচ্ছাপূরণ সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে শ্রোতার উপর। তিরিশ ও একত্রিশ নং উদাহরণদুটিতে বক্তা তার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেও শ্রোতার দিক থেকে নৈশভোজ বা পিকনিকের আমন্ত্রণ গ্রহণ করা বা না করার স্বাধীনতা সে স্বীকার করে নিচ্ছে। সেই কারণেই উল্লিখিত পরিস্থিতিতে ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার প্রয়োগ কাম্য নয়। সাধারণ ভবিষ্যৎ কালরূপ প্রয়োগের মাধ্যমে শ্রোতার ইচ্ছা অনিচ্ছা বিবেচনায় না এনে বক্তা কর্তৃত্বব্যঞ্জক মনোভাবের পরিচয় দিচ্ছে না, বরং এর মধ্য দিয়ে সে তার আগ্রহের গভীরতা প্রকাশ করছে। পক্ষান্তরে ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার প্রয়োগের মাধ্যমে আমন্ত্রণ গ্রহণ করা বা না করার ভার পুরোপুরি শ্রোতার উপর ছেড়ে দেওয়াতে বক্তার দিক থেকে তুলনামূলকভাবে কিছুটা নিস্পৃহতা প্রকাশ পায়। একমাত্র কিছুটা দূরত্ব রাখাই যদি বক্তার উদ্দেশ্য হয় তখনই এই ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার প্রয়োগ হতে পারে।

আমরা দেখেছি যে বাইশ থেকে চব্বিশ এবং সাতাশ থেকে ঊনত্রিশ নং উদাহরণবাক্যগুলিতে সাধারণ ভবিষ্যতের স্থানে ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার প্রয়োগে অর্থান্তর ঘটছে না। এর কারণ এইসমস্ত ঘটনাকে দুটি দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখা যায়। তার ইচ্ছা রূপায়ণে বক্তা শ্রোতার ভূমিকা স্বীকার করুক বা না করুক, ঘটনাটিকে বক্তা নিজের ইচ্ছার রূপায়ণরূপেই উপস্থাপন করুক বা বক্তা-শ্রোতা-নিরপেক্ষ ভবিষ্যতের কোন সত্যরূপেই উপস্থাপন করুক তাতে কোন পার্থক্য হচ্ছে না যেমন হচ্ছে তিরিশ ও তিরিশ (ক) বা একত্রিশ ও একত্রিশ (ক) জোড়ের মধ্যে।

সাধারণ ভবিষ্যতের মাধ্যমে যে সবসময় রূঢ় আদেশ দেওয়া হয় এমন নয়। কিন্তু রূঢ় আদেশ দেওয়া যদি বক্তার উদ্দেশ্য হয়, যদি নিজের ইচ্ছাকে কোন অলঙ্ঘ্য বিধানরূপে উপস্থাপন করা তার উদ্দেশ্য হয় অথবা তার আদেশ পালন না করলে তার পরিণতি ভয়ঙ্কর হতে পারে এমন ইঙ্গিত দেওয়া যদি তার উদ্দেশ্য হয় তখন সাধারণ ভবিষ্যৎই অধিকতর কার্যকরী।

আবার এমন পরিস্থিতির কথা ভাবা যেতে পারে যেখানে ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার প্রয়োগই অধিকতর কাম্য। বিদায়ের মুহূর্তে “মনে রাখা” বা ভুলে না যাওয়া” ক্রিয়াপদদুটির ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার রূপটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসে : মনে রেখো, ভুলে যেও না। এক্ষেত্রে “মনে রাখা” বা “ভুলে না যাওয়া” সম্পূর্ণভাবেই শ্রোতার উপর নির্ভরশীল। সাধারণ ভবিষ্যতের (মনে রাখবে, ভুলে যাবেনা) ব্যবহার হবে যদি বক্তা বিশেষভাবে শ্রোতার কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিতে চায়। এমন হতে পারে যে শ্রোতা অত্যন্ত ভুলো মনের মানুষ, তার ভুলে যাওয়ার ফলে বক্তাকে বা অন্যদের দুর্ভোগ হয়েছে, তাই বক্তা বিশেষভাবে শ্রোতার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়।

ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার পরিবর্তে সাধারণ ভবিষতের প্রয়োগের বিশ্লেষণের পর আমরা বর্তমান অনুজ্ঞার স্থলে শেষোক্ত কালরূপের প্রয়োগের পর্যালোচনা করব। বর্তমান অনুজ্ঞার প্রয়োগ ঘটে যখন বক্তা চায় যে বিবৃতিমুহূর্তেই শ্রোতা তার ইচ্ছা বাস্তবে রূপায়িত করুক, অন্তত পক্ষে সেই মুহূর্ত থেকেই তার প্রস্তুতি নিক। যেমন

(৩২) যাত্রীর প্রতি কণ্ডাক্টার) দাদা টিকিটটা **করুন**।

(৩৩) (বাসে সহযাত্রীর প্রতি) দাদা একটু সরে **বসুন** ।

(৩৪) রমেনবাবু শুনছেন, একবার একটু এদিকে **আসুন** ।

(৩৫) এখানে তারিখটা **দাও** ।

(৩৬) ফর্মের শেষ পাতায় **সই কর** ।

প্রতিটি বাক্যেই বক্তা শ্রোতাকে সঙ্গে সঙ্গেই উল্লিখিত ঘটনাটি ঘটাতে আবেদন করছে। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই বর্তমান অনুজ্ঞার স্থানে সাধারণ ভবিষ্যৎ প্রয়োগ করা চলে।

(৩২ক) (যাত্রীর প্রতি কণ্ডাক্টার) দাদা টিকিটটা **করবেন** ।

(৩৩ক) (বাসে সহযাত্রীর প্রতি) দাদা একটু সরে **বসবেন** ।

(৩৪ক) রমেনবাবু শুনছেন, একবার একটু এদিকে **আসবেন** ।

(৩৫ক) এখানে তারিখটা **দেবে**।

(৩৬ক) ফর্মের শেষ পাতায় **সই করবে** ।

সাধারণ ভবিষ্যতের প্রয়োগের মাধ্যমে বক্তার বলার উদ্দেশ এই নয় যে উক্ত কার্যগুলি পরে সম্পন্ন করলেও চলবে। বত্রিশ নং উদাহরণে কণ্ডাক্টার চায় যাত্রী এখনই টিকিট করুক। কিন্তু ব্যাকরণগতভাবে শুদ্ধ হলেও বর্তমান অনুজ্ঞার প্রয়োগের ফলে রূঢ়তা প্রকাশ পেতে পারে। কিন্তু সাধারণ ভবিষ্যতের প্রয়োগে সেই সম্ভাবনা থাকে না ; বক্তা বা কণ্ডাক্টারের উদ্দেশ্য নম্রভাবে শ্রোতা অর্থাৎ যাত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা। বর্তমান মুহূর্তেই যে ক্রিয়াটি আকাঙ্ক্ষিত তার জন্য সাধারণ ভবিষ্যৎ ব্যবহার করে বক্তা ভাবনায় একটা কালগত দূরত্ব সৃষ্টি করতে চায়। যেন সে বলতে চায় এখনই টিকিট না করলেও চলবে , তার সুবিধামতো পরে টিকিট করলেও চলবে। পরবর্তী উদাহরণগুলিতেও এই বিকল্প প্রয়োগের একই ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। বর্তমান অনুজ্ঞার স্থানে সাধারণ ভবিষ্যতের প্রয়োগের উদ্দেশ্য সবক্ষেত্রেই কার্যসাধনের আকাঙ্ক্ষিত মুহূর্তটিকে ভাবনায় বিলম্বিত করে তার বক্তব্যের উপস্থাপনায় বিনয়ের সঞ্চার করা।

শর্তনির্দেশক সাধারণ ভবিষ্যৎ

শর্তসাপেক্ষ বাক্যে অপ্রধান খণ্ডবাক্যে (subordinate clause) “যদি” যোগে সাধারণ ভবিষ্যতের প্রয়োগ ঘটে।

(৩৭) যদি **যাবে** তো তাড়াতাড়ি কর।

(৩৮) যদি **যাবে** তো দেরি করছ কেন ?

এই উদাহরণবাক্যগুলিতে ক্রিয়ারূপ ক্রিয়ার কালগত অবস্থান নির্দেশ করছে না, নির্দেশ করছে উল্লিখিত ক্রিয়া অনুষ্ঠানের ইচ্ছা বা সিদ্ধান্ত। দুটিক্ষেত্রেই ক্রিয়াপদের সাধারণ ভবিষ্যতের রূপের পরিবর্তে তার -তে অন্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার রূপটি যোগে “চাওয়া” ক্রিয়ার সাধারণ বর্তমানের রূপটি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

(৩৭ক) যদি **যেতে চাও** তো তাড়াতাড়ি কর।

(৩৮ক) যদি **যেতে চাও** তো দেরি করছ কেন ?

সাঁইত্রিশ (ক) ও আটত্রিশ (ক) নং উদাহরণবাক্যগুলিকে যথাক্রমে সাঁইত্রিশ ও আটত্রিশ নং উদাহরণবাক্যের ব্যাখ্যা বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এমন আরও কিছু উদাহরণবাক্য পর্যালোচনা করে আমরা সাধারণ ভবিষ্যতের এই প্রয়োগের শর্ত নির্দেশ করব।

(৩৯) যদি পরীক্ষা **দেবে,** তো ভালভাবে পড়াশুনা কর।

(৪০) যদি পরীক্ষা **দেবে,** তো পড়াশুনা করছ না কেন ?

(৪১) যদি **ব্যাবসা করবে** তো মূলধন যোগাড় করার চেষ্টা কর।

(৪২) যদি **ব্যাবসা করবে** তো মূলধন যোগাড় করার চেষ্টা করছ না কেন?

(৪৩) এখনই টিভিতে তোমার পছন্দের সিরিয়াল শুরু হবে। **দেখবে** যদি তাড়াতাড়ি এস।

(৪৪) ইংরাজি **শিখবে** যদি তো শ্যামলবাবুর কাছে যাচ্ছ না কেন ? উনি খুব ভালো শিক্ষক।

দেখা যাচ্ছে যেখানে 'যদি' যোগে সাধারণ ভবিষ্যতের মাধ্যমে অপ্রধান খণ্ডবাক্যে শর্ত আরোপ করা হয়, সেখানে প্রধান খণ্ডবাক্যটি হয় অনুজ্ঞাবাক্য নয় প্রশ্নবাক্য হবে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই ক্রিয়া অনুষ্ঠানের ইচ্ছা বা সিদ্ধান্তকে শর্তরূপে আরোপ করে সেই ইচ্ছাপূরণ বা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন কিভাবে হবে, প্রধান খণ্ডবাক্যে (principal clause) তার ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছে। অনুজ্ঞাবাক্য হলে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে কি করণীয়, প্রশ্নবাক্যে বলা হচ্ছে কি করণীয় নয়। বক্তা যদি পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক হয় তার উচিত ভালোভাবে পড়াশুনা করা, ব্যাবসা করার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকলে তার উচিত মূলধন যোগাড় করার চেষ্টা করা, টিভিতে পছন্দের অনুষ্ঠান দেখতে চাইলে তার উচিত তাড়াতাড়ি আসা। বক্তা শ্রোতাকে সেই বিষয়ে পরামর্শ দিচ্ছে। অন্যদিকে পরীক্ষা দিতে চাইলে তার পড়াশুনা না করে সময় নষ্ট করা উচিত নয়, ব্যাবসা করার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকলে মূলধন যোগাড়ের ব্যাবস্থা না করে নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত নয়, ইংরাজি শিখতে ইচ্ছুক থাকলে শ্যামলবাবুর কাছে যেতে দেরি করা উচিত নয়। এই সমস্ত ক্ষেত্রে শ্রোতার যা করণীয় তা সে করছে না, তাই বক্তা প্রশ্ন করছে শ্রোতা কি তবে যা বলছে তা করতে ইচ্ছুক নয়।

যেখানে ক্রিয়া অনুষ্ঠানের ইচ্ছা বা সিদ্ধান্তকে শর্তরূপে নির্দেশ করা হচ্ছে না সেখানে "যদি" যোগে সাধারণ ভবিষ্যতের প্রয়োগ সম্ভব নয়। নিম্নোক্ত বাক্যগুলি তাই ব্যাকরণসম্মত নয়।

(৪৫) * শ্রীশবাবু খুব অসুস্থ ; তাঁকে যদি একবার **দেখতে যাবে,** তাহলে তিনি খুব খুশি হবেন।

(৪৬) * যদি আরও বৃষ্টি **হবে**, তাহলে চাষের ক্ষতি হবে।

পয়তাল্লিশ নং উদাহরণে শ্রীশবাবুর খুশি হওয়ার শর্ত বক্তার তাঁকে দেখতে যাওয়ার ইচ্ছা নয়, তাঁকে দেখতে যাওয়া। পরবর্তী উদাহরণেরও একই ব্যাখ্যা ; বৃষ্টি যেহেতু একটি প্রাকৃতিক ঘটনা তাই এখানে ইচ্ছা বা সিদ্ধান্তের প্রশ্ন আসছে না। সুতরাং দুটি ক্ষেত্রেই ভবিষ্যতের ব্যবহার অসম্ভব। বাক্য দুটিকে ব্যাকরণগতভাবে শুদ্ধ করতে হলে শর্তনির্দেশক অপ্রধান খণ্ডবাক্যে সাধারণ ভবিষ্যতের স্থানে সাধারণ বর্তমান ব্যবহার করতে হবে। যদি যোগে সাধারণ ভবিষ্যতের মাধ্যমে যখন শর্ত নির্দেশ করা হয়, তখন প্রধান খণ্ডবাক্যটি বিবৃতিমূলক বাক্য হতে পারে না।

প্রতিক্রিয়াজ্ঞাপক সাধারণ ভবিষ্যৎ

আমরা দেখেছি শর্তসাপেক্ষ বাক্যে সাধারণ ভবিষ্যতের শর্তনির্দেশক ভূমিকা ; এই কালরূপে প্রযুক্ত ক্রিয়াপদের অবস্থান যদি -যুক্ত অপ্রধান খণ্ডবাক্যে । নিবন্ধের এই অংশের উদাহরণগুলিতে সাধারণ ভবিষ্যতের অবস্থান শর্তসাপেক্ষ বাক্যের প্রধান খণ্ডবাক্যে ; এক্ষেত্রে সাধারণ ভবিষ্যতের ভূমিকা পরিণামনির্দেশক হবে সেটাই প্রত্যাশিত।

বস্তুতঃ সাধারণ ভবিষ্যতের এই ব্যবহারের সঙ্গে আমরা সুপরিচিত ; এমন প্রয়োগে অভিনবত্ব নেই। যদি + সাধারণ বর্তমান + সাধারণ ভবিষ্যৎ --- এই গঠনরীতি বহুব্যবহৃত। যদি + সাধারণ বর্তমানে ব্যবহৃত সমাপিকা ক্রিয়াপদের স্থানে -লে অন্ত অসমাপিকা ক্রিয়াপদও প্রয়োগ করা যায়।

(৪৭) যদি সময় পাই, নিশ্চয় যাব।

(৪৮) সময় পেলে নিশ্চয় যাব।

এই ব্যাপারে ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। প্রধান খণ্ডবাক্যে উল্লিখিত ঘটনাটি ঘটার শর্ত অপ্রধান খণ্ডবাক্যে উল্লিখিত ঘটনাটি ঘটা। সাধারণ ভবিষ্যতের প্রয়োগ এক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে রীতিসম্মত যেহেতু উল্লিখিত ঘটনার অবস্থান বিবৃতিমুহূর্তের পর। এমন বাক্যে সাধারণ বর্তমান ও সাধারণ ভবিষ্যতের ভূমিকা যথাক্রমে শর্তনির্দেশক ও পরিণামনির্দেশক।

নিবন্ধের এই অংশে আমাদের আলোচ্য উদাহরণবাক্যগুলি আপাতদৃষ্টিতে প্রকৃতিগতভাবে উপরোক্ত দুটি উদাহরণবাক্যের মত হলেও সাধারণ ভবিষ্যৎকে কিন্তু এক্ষেত্রে পরিণামনির্দেশক বলে ব্যাখ্যা করা যায় না।

(৪৯) জয়ন্তকে অমিতদের বাড়ি যেতে অনেকবার বারণ করেছি, অনেক বুঝিয়েছি। ও এরপরও **যদি যায়, যাবে**।

(৫০) — এভাবে পড়াশুনা করলে ফেল করবে।

— **যদি** ফেল **করি করব**। তোমাকে ভাবতে হবে না।

(৫১) — আস্তে কথা বল। পাশের ঘরে সবাই আছে, শুনতে পাবে।

— **শুনলে শুনবে।** আমি কাউকে ভয় পাই না।

(৫২) —মালিক কিন্তু খুব রাগ করবে।

— রাগ **করলে, করবে**। আমার কিছু করার নেই।

(৫৩) — অরুণের সামনে এইসব আলোচনা কোর না। ও গিয়ে আবার বাবাকে লাগাবে।

— **লাগায় লাগাবে**। ওর কথা কেউ বিশ্বাস করবে না।

এর সঙ্গে কিছু নঞর্থক বাক্যের নমুনা নেওয়া যেতে পারে।

(৫৪) অতীনকে আমরা অনেকবার বলেছি আমাদের সঙ্গে পিকনিকে যেতে। আর বলতে পারব না। ও **না গেলে, না যাবে।**

(৫৫) সুমিত **যদি না খায়, না খাবে**। ওকে আর সাধাসাধি করতে পারব না।

(৫৬) বন্যাত্রাণে দান করার জন্য রায়বাবুকে অনুরোধ করা হয়েছে। জানি না দেবেন কিনা। **না দেন, না দেবেন**।

উপরোক্ত উদাহরণগুলিতে দেখা যাচ্ছে অপ্রধান খণ্ডবাক্যে ও প্রধান খণ্ডবাক্যে একই কর্তা এবং ক্রিয়া। পার্থক্য শুধু ক্রিয়ার কালরূপে — অপ্রধান খণ্ডবাক্যে ব্যবহৃত শর্তনির্দেশক ক্রিয়াটি সাধারণ বর্তমানে, প্রধান খণ্ডবাক্যে সেই ক্রিয়াটিই সাধারণ ভবিষ্যতে। লক্ষণীয় এই ক্ষেত্রে “যদি” উহ্য থাকতে পারে যেমন তিপ্পান্ন ও ছাপ্পান্ন নং উদাহরণে। যে সমস্ত উদাহরণে যদি-যুক্ত সমাপিকা ক্রিয়া অপ্রধান খণ্ডবাক্য ব্যবহৃত হয় নি, সেখানে শর্ত নির্দেশ করতে যে ক্রিয়াপদের লে-অন্ত অসমাপিকা ক্রিয়ারূপটি ব্যবহৃত হয়েছে তারই সাধারণ ভবিষ্যৎ রূপটি প্রধান খণ্ডবাক্যে ব্যবহৃত হয়েছে।

যদি + সাধারণ বর্তমান + সাধারণ ভবিষ্যৎ অথবা -লে অন্ত অসমাপিকা ক্রিয়া + সাধারণ ভবিষ্যৎ গঠনরীতির পরিচিত ব্যাখ্যাটি এই উদাহরণগুলি্র ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হচ্ছে না। শর্ত পূরণ হলে অর্থাৎ প্রথম ক্রিয়াটি অনুষ্ঠিত হলে দ্বিতীয় ক্রিয়াটি অনুষ্ঠিত হবে এমন ব্যাখ্যা এই উদাহরণগুলির কোনটিতেই গ্রহণযোগ্য হয় না। ঊনপঞ্চাশ নং উদাহরণটি নেওয়া যাক : যদি বলা হয় জয়ন্তর অমিতদের বাড়ি যাওয়ার শর্ত পূরণ হলে জয়ন্তর অমিতদের বাড়ি যাওয়া ঘটবে তাহলে সেই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ অর্থহীন হবে। অন্যান্য উদাহরণগুলি সম্বন্ধেও একই বক্তব্য প্রযোজ্য।

সাধারণ ভবিষ্যৎ এই সমস্ত ক্ষেত্রে ক্রিয়ার কালগত অবস্থান নির্দেশ করছে না, এমনকি কোন ক্রিয়াই (action) নির্দেশ করছে না, নির্দেশ করছে বক্তা বা শ্রোতার দিক থেকে অনাকাঙ্ক্ষিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠানের সম্ভাবনার (অথবা আকাঙ্ক্ষিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠিত না হওয়ার সম্ভাবনার) পরিপ্রেক্ষিতে বক্তার প্রতিক্রিয়া। ঊনপঞ্চাশ নং উদাহরণে সাধারণ ভবিষ্যতের প্রয়োগের মাধ্যমে বক্তার এই কথা বোঝানো উদ্দেশ্য নয় যে বিবৃতিমুহূর্তের পর জয়ন্তর অমিতদের বাড়ি যাওয়ার ঘটনা ঘটবে, এই কালরূপ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে সে তার মনোভাব প্রকাশ করছে। এই ক্ষেত্রে ঘটনাটি তার কাছে অনভিপ্রেত কিন্তু যদি তার অনিচ্ছা বা বাধাদানসত্ত্বেও তা ঘটে তবে বক্তা তাতে কোনভাবে জড়াবে না। এই নিয়ে সে আর চিন্তাভাবনা করবে না। একান্ন নং উদাহরণে বক্তার কথা আর সকলের শুনতে পাওয়াটা শ্রোতার কাছে অনভিপ্রেত কিন্তু বক্তা এই বিষয়ে নিস্পৃহ। সেই ঘটনা বা তার পরিণতি নিয়ে আর ভাবতে নারাজ। চুয়ান্ন নং উদাহরণে অতীনের পিকনিকে যাওয়াই বক্তার (বা বক্তা বা বক্তা শ্রোতা উভয়ের) কাম্য অথবা বলা যায় তার পিকনিকে না যাওয়া অনভিপ্রেত। সেই লক্ষ্যে বক্তা সচেষ্ট ; কিন্তু এরপরও যদি সেই অভিপ্রেত ঘটনা না ঘটে তাহলে বক্তা আর এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দেবে না। সবক্ষেত্রেই বক্তার দিক থেকে তার ইচ্ছা পূর্ণ না হওয়ার সম্ভাবনায় একটা নেতিবাচক মনোভাব প্রকাশ পাচ্ছে—নৈরাশ্য বা বিরক্তি বা উষ্মা। সেই অনুভূতি ক্ষীণ হতে পারে বা তীব্র হতে পারে।

এই প্রয়োগের তাৎপর্য সম্যক অনুধাবন করতে হলে অনুরূপ পরিস্থিতিতে সাধারণ ভবিষ্যতের স্থানে অন্য কোন ক্রিয়ারূপ প্রয়োগ করা যায় কিনা তা দেখা প্রয়োজন। প্রথমে আমরা সদর্থক বাক্যের আলোচনা করব। ঊনপঞ্চাশ থেকে তিপ্পান্ন নং

উদাহরণগুলির মধ্যে শুধুমাত্র পঞ্চাশ নং উদাহরণটি বাদে আর প্রতিটি ক্ষেত্রে সাধারণ ভবিষ্যতের পরিবর্তে অনুজ্ঞার প্রয়োগ সম্ভব। পঞ্চাশ নং উদাহরণটি ব্যতিক্রম, যেহেতু বাংলায় ক্রিয়ার উত্তমপুরুষের অনুজ্ঞারূপ নেই।

(৪৯ক) জয়ন্তকে অমিতদের বাড়ি যেতে অনেকবার বারণ করেছি, অনেক বুঝিয়েছি। ও এরপরও **যদি যায়, যাক।**

(৫১ক) —আস্তে কথা বল। পাশের ঘরে সবাই আছে, শুনতে পাবে।

— **শুনলে শুনুক।** আমি কাউকে ভয় পাই না।

(৫২ক) — মালিক কিন্তু খুব রাগ করবে।

—রাগ **করলে, করুক** । আমার কিছু করার নেই।

(৫৩ক) — অরুণের সামনে এইসব আলোচনা কোর না। ও গিয়ে আবার বাবাকে লাগাবে।

— **লাগায় লাগাক**। ওর কথা কেউ বিশ্বাস করবে না।

এই সমস্ত ক্ষেত্রে সাধারণ ভবিষ্যৎ ও অনুজ্ঞাকে পরস্পরের প্রতিরূপ বলে ভাবা যেতে পারে। কিন্তু অনুজ্ঞার প্রয়োগের ক্ষেত্রটি বিস্তৃততর। শুধু অনুরোধ বা আদেশ করার জন্যই নয়, অনুমতিদান বা সম্মতিজ্ঞাপনের জন্য, বক্তার দিক থেকে মেনে নেওয়ার কথা জানানোর জন্য ক্রিয়ার অনুজ্ঞারূপটি ব্যাকরণে নির্দিষ্ট রয়েছে। আমাদের আলোচ্য উদাহরণবাক্যগুলিতে দেখা যাচ্ছে নিতান্ত অনিচ্ছায় বা বিরক্তিভরে যা ঘটতে পারে তা মেনে নেওয়া হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে অনুজ্ঞা ও সাধারণ ভবিষ্যতের মধ্যে যে কোন একটি ব্যবহার করা যেতে পারে। বলা যায় অনুজ্ঞার স্থানে সাধারণ ভবিষ্যতের বিকল্প প্রয়োগ সম্ভব। কিন্তু যেখানে সানন্দে সমর্থন করা হচ্ছে, খুশিমনে বা অন্ততপক্ষে কোন আপত্তি না করেই মেনে নেওয়া হচ্ছে সেক্ষেত্রে শুধুই অনুজ্ঞার প্রয়োগ সম্ভব। আর একটি উদাহরণ নেওয়া যাক।

(৫৭) সন্তু যদি হোটেল ম্যানেজমেন্ট নিয়ে পড়ে, **পড়বে।**

(৫৭ক) সন্তু যদি হোটেল ম্যানেজমেন্ট নিয়ে পড়ে, **পড়ুক।**

ধরা যাক সন্তুর বাবা মা ছেলে এরপর কি পড়বে তাই নিয়ে আলোচনা করছেন। যদি এমন হয় সন্তুর হোটেল ম্যানেজমেন্ট নিয়ে পড়াটা বক্তার (সন্তুর বাবা বা মার) মনঃপুত নয়, তিনি ছেলেকে বারবার নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সে অনড় থাকায় নিতান্ত অনিচ্ছায় তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছেন(এক অর্থে বলা যায় মেনে নিচ্ছেন না, ঘটনাটির সম্ভাবনা রোধ করতে তাঁর অক্ষমতার কথাই বলছেন) তিনি বলতে চাইছেন এরপর হোটেল ম্যানেজমেন্ট নিয়ে পড়ে সন্তু যদি সফল না হয় তার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে তার উপরই বর্তাবে ---তখন "পড়া" ক্রিয়ার সাধারণ ভবিষ্যৎ বা অনুজ্ঞারূপটি প্রযুক্ত হতে পারে। কিন্তু যদি এমন হয় যে বক্তা এই সিদ্ধান্ত সঠিক মনে করে নিজে থেকে অনুমোদন করেছন, অন্ততপক্ষে বিরোধিতা করার মত কিছু খুঁজে পাচ্ছেন না তখন সাধারণ ভবিষ্যতের প্রয়োগ সম্ভব নয়। আর একটি উদাহরণ নেওয়া যাক।

(৫৮) দীপ যদি দুদিন বন্ধুদের সঙ্গে কোথাও ঘুরে **আসে আসুক ।** পরীক্ষার এখনও অনেক দেরি আছে, তাছাড়া ও ভালোভাবেই তৈরি হয়েছে।

(৫৯) অয়ন যদি বিশাখাকে বিয়ে **করে করুক।** ওরা দুজনে দুজনকে অনেকদিন থেকে চেনে, বিশাখা খুবই ভালো মেয়ে, ওর পরিবারেরও সকলেই খুব ভালো।

দুটি উদাহরণেই দেখা যাচ্ছে বক্তার দিক থেকে উল্লিখিত ঘটনার অনুষ্ঠানে বাধা দেওয়ার বা আপত্তি করার কোন কারণই নেই। প্রথম ক্ষেত্রে দীপ বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে গেলে কেন ক্ষতি নেই তার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বক্তা বোঝাতে চাইছে অয়ন যদি বিশাখাকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেয় তবে সেই সিদ্ধান্ত সঠিক হবে। এই উদাহরণগুলিতে ক্রিয়ার অনুজ্ঞারূপের পরিবর্তে সাধারণ ভবিষ্যতের প্রয়োগ সঙ্গত নয়। সাধারণ ভবিষ্যতের এই বিকল্প প্রয়োগ তখনই হতে পারে যদি বক্তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দীপ পরীক্ষার আগে বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়ার সিদ্ধান্তে অথবা অয়ন বিশাখাকে বিয়ে করার সিদ্ধান্তে অনড় থাকে, বক্তা বারাবার নিরস্ত করার চেষ্টা করে শেষে হাল ছেড়ে দেয়।

(৫৮ক) দীপ যদি দুদিন বন্ধুদের সঙ্গে কোথাও ঘুরে **আসে আসবে ।** পরীক্ষার এখনও আনেক দেরি আছে, তাছাড়া ও ভালোভাবেই তৈরি হয়েছে।

(৫৯ক) অয়ন যদি বিশাখাকে বিয়ে **করে করবে।** ওরা দুজনে দুজনকে অনেকদিন থেকে চেনে, বিশাখা খুবই ভালো মেয়ে, ওর পরিবারেরও সকলেই খুব ভালো।

পুনর্লিখিত বাক্যগুলি ব্যাকরণগত বিচারে অশুদ্ধ নয়, কিন্তু উল্লিখিত পরিস্থিতিতে সাধারণ ভবিষ্যতের এমন প্রয়োগ গ্রহণযোগ্য নয়।

এবার আমরা নঞর্থক বাক্যে ভবিষ্যতের এই প্রয়োগের আলোচনা করব। সদর্থক বাক্যের মত নঞর্থক বাক্য গুলিতেও ভবিষ্যতের স্থানে অনুজ্ঞার নেতিবাচক রূপ ব্যবহার করা যেতে পারে।

(৬০) অতীনকে আমরা অনেকবার বলেছি আমাদের সঙ্গে পিকনিকে যেতে। আর বলতে পারব না। ও **না গেলে না যাক।**

(৬১) সুমিত **যদি না খায়, না খাক** । ওকে আর সাধাসাধি করতে পারব না।

(৬২) বন্যাত্রাণে দান করার জন্য রায়বাবুকে অনুরোধ করা হয়েছে।জানি না দেবেন কিনা। **না দেন না দিন।**

পূর্বোক্ত সদর্থক বাক্যগুলিতে যেভাবে আমরা সাধারণ ভবিষ্যৎ ও অনুজ্ঞার তুলনামূলক আলোচনা করেছি সেই একই বক্তব্য এখানেও প্রযোজ্য।

এই আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে কোন ঘটনার মেনে নেওয়া বোঝাতে আমরা সবসময়ই অনুজ্ঞার ব্যবহার করতে পারি। অনুজ্ঞার বিকল্পরূপে সাধারণ ভবিষ্যতের প্রয়োগ হতে পারে নির্দিষ্ট কোন কোন ক্ষেত্রে।

সম্ভাব্য ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার জন্য অনুজ্ঞা ও সাধারণ ভবিষ্যৎ ছাড়াও আর একটি ক্রিয়ারূপের ব্যবহার সম্ভব : সাধারণ অতীত।

(৬৩) বিনয় যদি **না যায়, না যাবে।**

এই উদাহরণবাক্যে সাধারণ ভবিষ্যতের স্থানে সাধারণ অতীতের প্রয়োগ করা যেতে পারে।

(৬৩ক) বিনয় যদি **না যায়, না গেল।**

বলা বাহুল্য উপরোক্ত দুটি বাক্যের পার্থক্য কালগত নয়। ষাট নং উদাহরণবাক্যের মত ষাট (ক) নং উদাহরণবাক্যটিতেও ক্রিয়ার কালগত অবস্থান নির্দেশ করা হয় নি। প্রথম ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের প্রয়োগের তাৎপর্য আমরা ব্যাখ্যা করেছি : বিনয়ের যাওয়া বক্তার কাছে অনভিপ্রেত কিন্তু সে অনিচ্ছায় মেনে নিচ্ছে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বক্তার দিক থেকে কোনরকম ক্রোধ বা বিরক্তি প্রকাশ পাচ্ছে না। বক্তা মনে করছে বিনয়ের এই না যাওয়াতে কোন ক্ষতি হবে না, অথবা তার এই না যাওয়ার সিদ্ধান্ত সঠিক, অন্ততপক্ষে অযৌক্তিক নয়। যদি এমন হয় যে যে উপস্থিত ব্যক্তিরা বিনয়ের না যাওয়াতে অসন্তুষ্ট, তার যাওয়ার জন্য জোরাজুরি করছে, তখন বক্তা তাদের বোঝানোর চেষ্টা করছে, তখন সাধারণ অতীতের প্রয়োগ যথোপযুক্ত হবে। এককথায় বলা যেতে পারে প্রতিক্রিয়াজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে সাধারণ ভবিষ্যতের প্রয়োগ নিরুপায় হয়ে বা বিরক্তিতে মেনে নেওয়া নির্দেশ করে, অন্যদিকে সাধারণ অতীতের প্রয়োগ ঘটে স্বেচ্ছায় বা বিনা আপত্তিতে অনুমোদনের ক্ষেত্রে।

ষাট ও ষাট (ক) র মত আরও কয়েকটি জোড়ের উদাহরণ নেব যেখানে সাধারণ ভবিষ্যৎ ও সাধারণ অতীতের প্রয়োগের পার্থক্য একইভাবে ব্যাখ্যা করা যায়।

(৬৪) শেখর যদি আমাদের নাটকে অভিনয়ে **না করে, না করবে।**

(৬৪ক) শেখর যদি আমাদের নাটকে অভিনয়ে **না করে, না করল।**

(৬৫) মোহন যদি ওই চাকরিটা **না নেয়, না নেবে।**

(৬৫ক) মোহন যদি ওই চাকরিটা **না নেয়, না নিল।**

(৬৬) যামিনীবাবু যদি চাদা **না দেন, না দেবেন।**

(৬৬ক) যামিনীবাবু যদি চাদা **না দেন, না দিলেন।**

প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার ক্ষেত্রে এই দুই কালরূপের প্রয়োগের কিছু ব্যাকরণগত শর্ত আছে।

(ক) আমরা দেখেছি সাধারণ ভবিষ্যতের এই প্রয়োগ সদর্থক এবং নঞর্থক উভয়প্রকার বাক্যেই হতে পারে। কিন্তু সাধারণ অতীতের এই প্রয়োগ শুধুই নঞর্থক বাক্যে ঘটতে পারে। আমরা তেষট্টি নং বাক্যের স্থানে বলতে পারি

(৬৩') বিনয় যদি **যায়, যাবে।**

কিন্তু তেষট্টি (ক) নং বাক্যের স্থানে আমরা বলতে পারি না

(৬৩ক') * বিনয় যদি **যায়, গেল।**

(খ) পূর্ববর্তী কোন বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে হলে শুধুমাত্র 'না' যোগে সাধারণ অতীতের প্রয়োগ করা যায়। যদি-যুক্ত অপ্রধান খণ্ডবাক্যটি অপরিহার্য নয়। অপরদিকে শুধু ''না" যোগে সাধারণ ভবিষ্যতের প্রয়োগ হতে পারে না । সেক্ষেত্রে যদি-যুক্ত অপ্রধান খণ্ডবাক্যটি ব্যবহার করতে হবে।

(৬৩'') — বিনয় যেতে চাইছে না।

এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে

— না গেল।

এইটুকুই যথেষ্ঠ। সম্পূর্ণ বাক্যটি বলা আবশ্যক নয়। "ও যদি না যায়" এই খণ্ডবাক্যটি উহ্য থাকতে পারে। কিন্তু যদি সাধারণ ভবিষ্যৎ ব্যবহার করা হয়, তাহলে শুধুমাত্র

—* না যাবে।

বলে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা যায় না। সেক্ষেত্রে বাক্যটি গ্রহণযোগ্য হয় না। বলতে হবে সম্পূর্ণ বাক্য

— ও (যদি) না যায়, না যাবে।

(গ) আমরা দেখেছি সমস্ত নঞর্থক বাক্যে "না"র অবস্থান ক্রিয়ার পূর্বে। সাধারণ ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে কিন্তু "না" র অবস্থান ক্রিয়ার পরেও হতে পারে। "বিনয় যদি না যায়, না যাবে" এবং "বিনয় যদি না যায় যাবে না"—দুটি বাক্যই গ্রহণযোগ্য। যদিও সম্ভবত প্রথম বাক্যটির প্রয়োগই বেশী স্বতঃস্ফূর্ত। কিন্তু সাধারণ অতীত ব্যবহৃত হলে "না"র অবস্থান কেবল ক্রিয়াপদের পূর্বেই হবে। "বিনয় যদি না যায়, না গেল" বাক্যটিই গ্রহণযোগ্য; " বিনয় যদি না যায়, গেল না" বাক্যটি অশুদ্ধ।

সবশেষে আমরা প্রতিক্রিয়াজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে সাধারণ ভবিষ্যৎ বা সাধারণ অতীতের ভূমিকার পার্থক্যের একটা ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করব। আমরা দেখেছি এই ক্ষেত্রে এই দুই ক্রিয়ারূপ দুটি ভিন্ন কালগত অবস্থান নির্দেশ করে না। কিন্তু এই প্রয়োগের ভিত্তি উক্ত দুটি কাল সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী। ভবিষ্যতের উপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ নেই ; এ জীবনের অজানা পর্ব। সেই কারণে ভবিষ্যৎ কালরূপের প্রয়োগ ঘটনার সঙ্গে একটা মানসিক দূরত্বের অনুভূতি প্রকাশের সহায়ক। তাই যখন কোন অনভিপ্রেত ঘটনার সম্ভাবনা রোধ করার (অথবা অভিপ্রেত ঘটনা ঘটার পথের বাধা দূরীকরণের) প্রচেষ্টা ব্যর্থ বলে মনে হয়, তখন উদ্রিক্ত হতাশা, বিরক্তি বা ক্রোধ প্রকাশ করা হয় সেই ঘটনা বা তার সম্ভাবনাকে এক অপরিচিত পরিসরের দিকে ঠেলে দিয়ে। অন্যদিকে অতীত এযাবৎ লব্ধ অভিজ্ঞতার অঙ্গ। তাই উল্লিখিত ঘটনার না ঘটাকে পরিচিত পরিসরের ভিতর কল্প উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে স্বেচ্ছায় বা বিনা আপত্তিতে মেনে নেওয়ার মনোভাব প্রকাশ করা হয়। সেই হল সম্ভাব্য না-ঘটা ঘটনার জন্য অতীত কালরূপের এই প্রয়োগের ভিত্তি।

ঘটনার প্রকৃতিনির্দেশক সাধারণ ভবিষ্যৎ

কোন ঘটনার প্রকৃতি নির্দেশ করতে — ঘটনাটিকে স্বাভাবিক বা প্রত্যাশিত বলে চিহ্নিত করতে — সাধারণ ভবিষ্যতের ব্যবহার হয়।

(৬৭) — কই সুজিত তো অন্যায় কিছু বলে নি।

— তুমি তো সুজিতের হয়ে **বলবেই**। ও তো তোমার প্রাণের বন্ধু।

(৬৮) কী শরীর খারাপ লাগছে তো? **হবেই** তো। অনেকবার বলেছি, এত পরিশ্রম কোর না, তা তুমি শুনলে তো!

সাতষট্টি নং উদাহরণে উল্লিখিত ঘটনার কালগত অবস্থান নিয়ে কোন সংশয় নেই। বক্তার বলার উদ্দেশ্য এই নয় যে শ্রোতা বিবৃতিপরবর্তী কোন মুহূর্তে সুজিতের সমর্থনে কথা বলবে। বিবৃতিপূর্ববর্তী কোন মুহূর্তে অনুষ্ঠিত এই ঘটনা সম্বন্ধে বক্তা তার মনোভাব ব্যক্ত করছে। শ্রোতা সুজিত সম্বন্ধে যা বলেছে বক্তা তা ভ্রান্ত বলে মনে করে অথবা তার সত্যতা সম্বন্ধে সে নিশ্চিত নয়। সে মনে করে শ্রোতার পক্ষে তার ঘনিষ্ঠ সুজিতের নিরপেক্ষ মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। সাধারণ ভবিষ্যতের প্রয়োগের তাৎপর্য এই যে সুজিতের সপক্ষে শ্রোতার কথা বলাটা অতীতের একটি বিচ্ছিন্ন একক ঘটনা নয়, এর অনুষ্ঠানক্ষেত্রটি অতীত থেকে ভবিষ্যৎ পর্যন্ত প্রসারিত। ক্রিয়ার প্রযুক্ত কালরূপ অতীত থেকে ভবিষ্যৎ পর্যন্ত ঘটনার অনুষ্ঠানক্ষেত্রের এই বিস্তার নির্দেশ করছে। শ্রোতার অতীতে একবার সুজিতের সমর্থনে কথা বলাটা প্রকৃতপক্ষে অতীত থেকে ভবিষ্যৎ পর্যন্ত প্রসারিত এক বিস্তৃত

পরিসরের অন্তর্গত। শুধু অতীতেই নয়, ভবিষ্যতেও সবসময়ই সে সুজিতের হয়েই কথা বলবে। প্রতিষ্ঠিত একটি সত্যের উপস্থাপনার মাধ্যমে বোঝানো হচ্ছে অতীতের এই ঘটনা স্বাভাবিক বা প্রত্যাশিত।

আটষট্টি নং উদাহরণেরও একই ব্যাখ্যা। পার্থক্য শুধু এই যে এইক্ষেত্রে উল্লিখিত ঘটনার (শ্রোতার শরীর খারাপ লাগা) অবস্থান বর্তমানে বা বিবৃতিমুহূর্তে। এখানেও সাধারণ ভবিষ্যৎ কোন প্রতিষ্ঠিত সত্যকে নির্দেশ করছে। মাত্রাতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে শরীর খারাপ লাগার ঘটনাটি একটি বৈজ্ঞানিক সত্য --- পূর্ববর্তী উদাহরণের মত এখানেও ক্রিয়ার কালরূপের তাৎপর্য এই যে যা অতীতে, বর্তমানে ঘটেছে ভবিষ্যতেও তার ব্যতিক্রম ঘটবে না। এখানেও প্রতিষ্ঠিত সত্যের অবতারণার মাধ্যমে উল্লিখিত ঘটনার স্বাভাবিক চরিত্রটি তুলে ধরা হয়েছে।

এই অংশের পরবর্তী উদাহরণগুলিতেও সাধারণ ভবিষ্যতের ব্যবহারের উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠিত সত্যের ইঙ্গিত দেওয়া । কিন্তু এই সমস্ত ক্ষেত্রে উপস্থাপনারীতি ভিন্ন। পূর্ববর্তী দুটি ক্ষেত্রে উদাহরণবাক্যটি বিবৃতিমূলক। পরবর্তী উদাহরণগুলিতে প্রশ্নবোধক বা বিস্ময়বোধক বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে। এবার বক্তার উদ্দেশ্য শ্রোতার উল্লিখিত ঘটনাকে অসম্ভব বলে চিহ্নিত করা।

(৬৯) — শুভ তোমাদের সঙ্গে সিনেমায় গেছিল ?
—শুভ **যাবে** সিনেমায় !

(৭০) —তুমি নাকি পিকনিকে গান করেছিলে?
— আমি গান **গাইব** ! কী যে বল।

(৭১) — তুমি অঞ্জনবাবুকে নিমন্ত্রণ করেছিল ?
—কেন **নিমন্ত্রণ করব** ? উনি আমাদের কখনও কোন উপলক্ষে ডাকেন ?

প্রতিটি ক্ষেত্রেই উল্লিখিত ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। শুভর যা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দেখা গেছে তাতে নির্দ্বিধায় বলা যায় তার পক্ষে সিনেমায় যাওয়া অসম্ভব --- শুধু অতীতে বা বর্তমানেই নয়, ভবিষ্যতেও। বক্তার পক্ষে গান গাওয়াটাও ততখানিই অসম্ভব। শেষ উদাহরণে বক্তার বক্তব্য অঞ্জনবাবুকে নিমন্ত্রণ করার প্রশ্নই উঠতে পারে না —কখনই না। লক্ষণীয় এই তিনটি উদাহরণে সাধারণ ভবিষ্যৎ যুক্ত বাক্যগুলি রূপগত বিচারে সদর্থক হলেও বাচনিক সারমর্মের (propositional content) বিচারে নঞর্থক। বিস্ময়বোধক বাক্য বা প্রশ্নবাক্যের ব্যবহারের মাধ্যমে বক্তা উল্লিখিত ঘটনার সম্ভাবনা অস্বীকার করতে চাইছে। ক্রিয়ার কালরূপ ভবিষ্যতেও সেই সম্ভাবনা অস্বীকার করছে।

দেখা গেল ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা অস্বীকার করতে সদর্থক বাক্যে সাধারণ ভবিষ্যতের প্রয়োগ হয়েছে। একইভাবে কোন ঘটনাকে অবশ্যম্ভাবী বলে চিহ্নিত করতে, বা অন্যভাবে বললে ঘটনাটির না ঘটার সম্ভাবনা অস্বীকার করতে নঞর্থক বাক্যে এই কালরূপের প্রয়োগ হয়।

(৭২) —তুমি গতকাল শ্যামলের অনুষ্ঠানে গেছিলে ?
—শ্যামলের অনুষ্ঠানে আমি **যাব না** !

(৭৩) — তোমার ওই বিদেশি বন্ধুটি বাংলা জানে?
— বাঃ! এতবছর এখানে রয়েছে, ওর এত বাঙালি বন্ধু রয়েছে, আর বাংলা **জানবে না** ?

(৭৪) — সমর কাজটা করতে পেরেছিল ?
— কেন **পারবে না?** ও এই ধরণের কাজে খুবই পটু।

অনুযোগ বা তিরস্কারদ্যোতক সাধারণ ভবিষ্যৎ

ভবিষ্যৎ কালরূপ কেবল বিবৃতিপরবর্তী পর্বে ক্রিয়ার অবস্থান নির্দেশ করে না, আচরণীয় ক্রিয়া বা কর্তব্যও নির্দেশ করে। ভবিষ্যতের এই বৈশিষ্ট্যটি নিবন্ধের এই অংশে আলোচিত এই কালরূপের প্রয়োগের ভিত্তি।

কোন ত্রুটির কারণে যখন কোন অবাঞ্ছিত বা অপ্রীতিকর কোন ঘটনা ঘটে তখন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে যা অতীতে করণীয় ছিল তা স্মরণ করিয়ে দিতে সাধারণ ভবিষ্যৎ প্রয়োগ করা হয়। এখানে বক্তার উদ্দেশ্য অনভিপ্রেত পরিস্থিতির জন্য দায়ী ব্যক্তির প্রতি অনুযোগ করা বা তাকে তিরস্কার করা।

(৭৫) সাবধানে গাড়ি **চালাবে তো।**

(৭৬) কাজটা আগে **শেষ করে রাখবে তো**।

(৭৭) কথাটা আগে **বলবে তো।**

খুব সহজেই অনুভব করা যায় কোন পরিস্থিতিতে উদাহরণবাক্যগুলি উচ্চারিত হয়েছে। বাহাত্তর নং উদাহরণে শ্রোতার অসাবধানতার কারণে গাড়ি দুর্ঘটনা ঘটেছে (বা ঘটতে যাচ্ছিল) , সে সাবধান হলে এমন হোত না। একইভাবে পরবর্তী উদাহরণ দুটিতে শ্রোতার উচিত ছিল নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করে রাখা, কথাটা আগে বলা, কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই শ্রোতা যা করণীয় ছিল তা করে নি এবং সেইজন্য প্রতিটি ক্ষেত্রেই কোন না কোন অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে।

অতীতের যে সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হয় নি, যে কর্তব্য পালন করা হয় নি তার জন্য ভবিষ্যতের এই প্রয়োগ ব্যাখ্যা করা যাক। প্রতিটি ক্ষেত্রে বক্তার ভাবনায় কল্পপ্রত্যাবর্তন ঘটছে বক্তার কৃতকর্মের পূর্ববর্তী কোন পর্বে ---যখন শ্রোতা গাড়ি নিয়ে বেড়িয়েছে অথবা যখন সে কাজ শুরু করলে ঠিক সময়ের মধ্যেই কাজ শেষ করে রাখতে পারত, যে সময় কথাটা বলল বর্তমানে অনভিপ্রেত পরিস্থিতি এড়ানো যেত। ভাবনায় নির্মিত সেই অতীত থেকে যা করণীয়, যে সম্ভাবনা তখনও আছে ভবিষ্যতের কালরূপের প্রয়োগের দ্বারা তারই নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।

পূর্বোক্ত তিনটি উদাহরণে ক্রিয়াপদের সঙ্গে অব্যয় "তো"র সহাবস্থান লক্ষণীয়। এই অব্যয়টিকে প্রথাগত ব্যাকরণে বাক্যালঙ্কারবাচক অব্যয়রূপে অভিহিত করা হয়েছে। "তো"র ভূমিকা বাক্যের অলঙ্করণের , অর্থাৎ বাক্যে এর উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি আর্থস্তরে বক্তব্যবিষয়ের পরিবর্তন ঘটায় না। কিন্তু এই অংশে আলোচিত সাধারণ ভবিষ্যতের প্রয়োগের জন্য "তো"র ব্যবহার একটি অপরিহার্য শর্ত। উক্ত উদাহরণবাক্যগুলি থেকে "তো" বিযুক্ত করলে অর্থান্তর ঘটবে। "তো"-বিহীন পুনর্লিখিত বাক্যগুলিতে উল্লিখিত ঘটনা প্রতীয়মান হবে প্রাকবিবৃতিপর্বে অবস্থিত বা অতীতের ঘটনারূপে নয়, বিবৃতিপরবর্তী পর্বে অবস্থিত বা ভবিষ্যতের ঘটনারূপে। "তো" বাদ দিয়ে পুনর্লিখিত বাক্যগুলি দেখা যাক :

(৭২ক) সাবধানে গাড়ি **চালাবে ।**

(৭৩ক) কাজটা আগে **শেষ করে রাখবে**।

(৭৪ক) কথাটা আগে **বলবে ।**

বলা বাহুল্য এবার "গাড়ি চালানো" "কাজ শেষ করে রাখা" "কথাটা বলা" কোনটিই অতীতের নয়। বাহাত্তর (ক) , তিয়াত্তর (ক), চুয়াত্তর (ক) বাক্যগুলি ব্যবহৃত হবে যখন শ্রোতা গাড়ি নিয়ে বেড়োচ্ছে বা বেড়োবে, কাজটি শেষ করার জন্য নির্দিষ্ট সময় বিবৃতিমুহূর্তের পর, কথাটা বলার সময় তখনও আসে নি। প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভবিষ্যতে যা করণীয় সেই বিষয়ে বক্তা শ্রোতাকে উপদেশ দিচ্ছে। সাধারণ ভবিষ্যৎ এখানে অনুজ্ঞার প্রতিরূপ।

আমাদের আলোচ্য যদিও বাক্যালঙ্কারবাচক অব্যয় নয়, তবুও লক্ষণীয় "তো" সবক্ষেত্রে বাক্যালঙ্কারবাচক অব্যয় নয়। সাধারণ ভবিষ্যতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই অব্যয় একটা কালনির্ণায়ক ভূমিকা নিতে পারে।

কালগত ও ভাবগত প্রয়োগের ঐক্য

বাংলা প্রথাগত ব্যাকরণে শুধুমাত্র সাধারণ ভবিষ্যতের কালগত প্রয়োগের উল্লেখ রয়েছে ; আমরা দেখেছি সেই বর্ণনাও সম্পূর্ণ নয়। কালগত অবস্থান নির্দেশ করা ছাড়াও সাধারণ ভবিষ্যতের যে ভিন্নতর ভূমিকা রয়েছে তা বৈয়াকরণদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি। কিন্তু এই ক্রিয়ারূপের ভাবগত প্রয়োগ সম্পূর্ণ উপেক্ষিত থেকে গেছে।

এই নিবন্ধে আলোচিত কালগত ও ভাবগত প্রয়োগের মধ্যেও একটা যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। আমরা দেখেছি সাধারণ ভবিষ্যতের প্রয়োগের মাধ্যমে বক্তা কিভাবে উল্লিখিত ঘটনার প্রতি তার মনোভাব, তার দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ করতে পারে। এর মূলে আছে জীবনের ভবিষ্যৎ পর্ব সম্বন্ধে আমাদের ধারণা, আমাদের অনুভূতি। ভবিষ্যৎ আমাদের ইচ্ছাপূরণের, সিদ্ধান্ত রূপায়ণের কালগত পরিসর। আবার এই পর্ব আমাদের অনিয়ন্ত্রিত ; একে ঘিরেই কখনও কখনও জড়িয়ে থাকে অসহায়তার অনুভূতি। ভাবীকাল বা আগামী সম্বন্ধে আমাদের এই ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে এই কালরূপের বিভিন্ন ভাবগত প্রয়োগ।

উপসংহার

প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণে ক্রিয়ার কালরূপের আলোচনা মূলত রূপতত্ত্বের (morphology) স্তরে সীমাবদ্ধ থেকে গেছে। রূপগত বৈশিষ্ট্যের (morphological characteristic) উপরই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে ; এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। কিন্তু ক্রিয়ার কালরূপসমূহের আর্থ তাৎপর্য (semantic significance) নিয়ে আলোচনা

হয়েছে অতি সামান্য। ক্রিয়ার কালরূপের ব্যবহারের যে বর্ণনা বাংলা ব্যাকরণে পাওয়া যায়, বাস্তব জীবনে আমরা দেখি এই প্রয়োগের ক্ষেত্রটি অনেক বিস্তৃত। ব্যাকরণে বর্ণনা ও বাস্তব ভাষাপ্রয়োগের মধ্যে এই ব্যবধান তুলে ধরতে আমরা একটি কালরূপকে বেছে নিয়েছি : সাধারণ ভবিষ্যৎ। অন্যান্য কালরূপ নিয়েও চিন্তাভাবনার অবকাশ রয়েছে। সেই বিষয়ে আমরা পরবর্তীকালে আলোচনা করব।

এই নিবন্ধে আমরা প্রথাগত ব্যাকরণে অনালোচিত সাধারণ ভবিষ্যতের প্রয়োগের বিভিন্ন দৃষ্টান্ত বেছে নিয়ে তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করার এবং বিভিন্ন প্রয়োগের মধ্যে ঐক্য নির্দেশ করার চেষ্টা করেছি। সেইসঙ্গে এইসমস্ত প্রয়োগের শর্তও উল্লেখ করেছি।

আমাদের বিশ্বাস এই আলোচনা অবাঙালি বা বিদেশি শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনে লাগতে পারে। আমরা সেইসব শিক্ষার্থীদের কথা বলছি যারা বাংলা ভাষায় ভাববিনিময়ের দক্ষতা অর্জন করেছেন, যারা ব্যাকরণসম্মত ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করার নিয়মাবলী মোটামুটিভাবে আত্মস্থ করেছন, কিন্তু যাদের সূক্ষ্মতর বিষয়ে অসম্পূর্ণতা রয়ে গেছে। ক্রিয়ার কাল তেমনই একটি বিষয়। যেসব শিক্ষার্থীরা বঙ্গভাষী সমাজে বাস করছেন না, যাদের বাংলাভাষীদের সঙ্গে নিয়মিত আদানপ্রদানের সুযোগ নেই যাদের বাংলা শিক্ষার জন্য পাঠ্যগ্রন্থের উপরই নির্ভর করতে হয় তাঁদের পক্ষে কালরূপের সমস্ত ব্যবহার আয়ত্ত করা কঠিন। শিক্ষার্থীরা এই বিষয়ে তাদের সব প্রশ্নের উত্তর প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণগ্রন্থে খুঁজে পাবেন না। এইজন্য বাংলা ভাষার কালরূপের আরও বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন। এই নিবন্ধে আমরা একটি কালরূপের আলোচনা করলাম। এই আলোচনা যদি সেইসব শিক্ষার্থীদের সামান্যতম উপকারে লাগে তবে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

উল্লেখপঞ্জি :

১) চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার : ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, কলিকাতা রূপা, ১৯৮৮, পৃ ৩২১

২) তদেব, পৃ ৩১৭

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি :

1) দাশগুপ্ত, প্রবাল : কথার ক্রিয়াকর্ম, কলিকাতা, দেজ পাব্লিশার্স, ১৯৮৭

2) ভট্টাচার্য, সুভাষ : বাংলা ভাষার সাত সতের, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৭

3) শ, রামেশ্বর : ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ১৪০৩, বঙ্গাব্দ

4) Comerie, Bernard : Tense, Cambridge, Cambridge University Press, 1998

5) Palmer, Frank Robert: The English Verb, London and New York, Longman, 1987